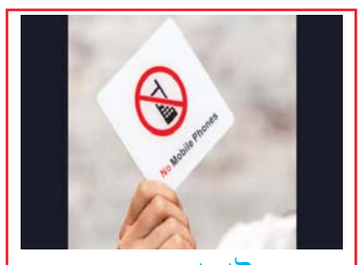

স্কুলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করল ইংল্যান্ড

সারে-জমিন

সন্দেশখালিতে ডিজি, ফেরিঘাটে সিসি ক্যামেরা

রূপসী বাংলা

একেই কি বলে প্রান্তিক রাজনীতি?

সম্পাদকীয়

শবে বরাতের তাৎপর্য

দাওয়াত

১২ ছক্কার ডাবল সেঞ্চুরিতে ১৪ ধাপ এগোলেন জয়সওয়াল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
৯ ফাল্গুন ১৪৩০
১১ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 51 ■ Daily APONZONE ■ 22 February 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

উত্তরপ্রদেশে সপা-কংগ্রেস আসন সমঝোতা চূড়ান্ত

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে ১৭টি আসন কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিয়েছে সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস। এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে সপা-র রাজ্য সভাপতি নরেশ উত্তম প্যাটেল, সপা-র জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজেন্দ্র চৌধুরী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই এবং উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি ইনচার্জ অবিনাশ পান্ডে এই ঘোষণা করেন। সপা-র রাজ্য প্রধান নরেশ উত্তম প্যাটেল জানিয়েছেন, রায়বরেলি, আমেঠি, বারাণসী, গাজিয়াবাদ, কানপুর-সহ ১২টি আসনে লড়বে কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো আসনে সমাজবাদী পার্টি লড়বে এবং বাকি আসনে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। পান্ডে বলেন, কংগ্রেস ১৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, বাকি ৬৩টি আসনে এসপি এবং অন্যান্য জোট শরিকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সূত্রের খবর, বুধবার সকালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর আসন ভাগাভাগি নিয়ে অচলাবস্থা কেটে যায়। তারপর অখিলেশ যাদব কংগ্রেসকে উত্তরপ্রদেশে ১৭ আসন ছেড়ে দিতে সম্মত হন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক পিএলএফএস রিপোর্ট

নিয়মিত বেতনভোগী মুসলিম শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত কমছে

সুলেখা নাজনিন ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন এবং ন্যাশনাল স্যামপেল সার্ভে অফিস দেশজুড়ে শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিয়ে বার্ষিক পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভের (পিএলএফএস) রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ওই রিপোর্টে ২০২২ সালের জুন মাস থেকে ২০২৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সমীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে ৬৯৮২টি গ্রামে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এর সবচেয়ে বেশি গ্রামে সমীক্ষা করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। দ্বিতীয় স্থানে মহরাষ্ট্র। তারপরই স্থান পশ্চিমবঙ্গের। উত্তরপ্রদেশের ৭২৮ গ্রামে ও মহারাষ্ট্রের ৪৪৬ টি গ্রামে। পশ্চিমবঙ্গে ৩৭৫টি ব্লকের ৪২৪টি গ্রামে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সর্বমোট ১৬৭৮১৭ জনের উপর সমীক্ষা করা হয়েছে।

এছাড়া বিহারের ৪০০টি গ্রামে সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

সর্বশেষ বার্ষিক পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভের (পিএলএফএস) তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত পাঁচ বছরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় মুসলিম, খ্রিস্টান এবং শিখদের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মিত মজুরি বা বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে কাজ করা লোকের অংশ বেশি হ্রাস পেয়েছে।

এই সংখ্যালঘুদের মধ্যে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কমেছে। ২০১৮-১৯ সালে যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের ২২.১ শতাংশ শ্রমিক মজুরি কর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন, সেখানে ২০২২-২৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫.৩ শতাংশে, যা ৬.৮ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত জনসংখ্যা ৩.২ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে, কারণ ২০২২-২৩ সালে মাত্র ২৮ শতাংশ খ্রিস্টান শ্রমিকের নিয়মিত চাকরি ছিল, যা ২০১৮-১৯ সালে ৩১.২ শতাংশ ছিল।

এর পরে শিখ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ২.৫ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। ২০২২-২৩ সালে মাত্র ২৬ শতাংশ শিখ শ্রমিকের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান ছিল, যা ২০১৮-১৯ সালে ছিল ২৮.৫ শতাংশ। সে তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের মানের অবনতি সবচেয়ে কম। এখানে ২০২২-২৩ সালে ২১.৪ শতাংশ শ্রমিকের নিয়মিত বেতনভুক্ত চাকরি ছিল, যা ২০১৮-১৯ সালের ২৩.৭ শতাংশ থেকে ২.৩ শতাংশ কম।

সামগ্রিকভাবে, মজুরি/বেতনভোগী কর্মসংস্থান থাকা শ্রমিকদের অংশ ২০১৮-১৯ সালে ২৩.৮ শতাংশ থেকে ২০২২-২৩ সালে ২০.৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর সন্তোষ মেহরোত্রা বলেন, কোভিড পরবর্তী বিশ্বে নিয়মিত মজুরির চাকরি কমে যাওয়া এবং কাজের মানের অবনতির ধাক্কা মূলত মুসলমানদের বহন করতে হয়েছে।

তিনি বলেন, শহরাঞ্চলে মজুরি কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার তুলনায় শহুরে জনসংখ্যায় মুসলমানদের বেশি অংশ রয়েছে। এবং মহামারীর পরে, উৎপাদন ও পরিষেবা উভয় ক্ষেত্রই, যা মূলত শহরাঞ্চলে, মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান তৈরি করতে লড়াই করেছে। এছাড়াও, এই বছরগুলিতে মুসলমানদের শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার খুব কমই বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এটিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

মুসলিমদের জন্য লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট (এলএফপিআর) ২০১৮-১৯ সালের ৩২.৩ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ২০২২-২৩ সালে ৩২.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তুলনামূলকভাবে হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা একই সময়ের ৩৮.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৪.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এলএফপিআর জনসংখ্যার মধ্যে শ্রমশক্তিতে নিযুক্ত বা সক্রিয়ভাবে কর্মসংস্থান সন্ধানকারী বা কাজের জন্য উপলব্ধ ব্যক্তিদের শতাংশকে বোঝায়।

মজুরি কর্মসংস্থানের এই হ্রাসের ফলে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব-কর্মসংস্থান (অবৈতনিক গৃহশ্রম বা একটি ছোট উদ্যোগের মালিকানা) এবং নৈমিত্তিক কাজ উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

যদিও সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে স্ব-কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, নৈমিত্তিক কর্মীদের অংশ কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেড়েছে। ২০২২-২৩ সালে প্রায় ২৬.৩ শতাংশ মুসলিম শ্রমিক অনিয়মিত শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছেন, যা ২০১৮-১৯ সালে ২৫.৭ শতাংশ ছিল। এটি হিন্দু, শিখ এবং খ্রিস্টানদের মতো অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির বিপরীতে, যেখানে নৈমিত্তিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করা জনসংখ্যার অংশ হ্রাস পেয়েছে।

কেন্দ্রের লেবার ফোর্স সার্ভে রিপোর্ট

চাকরির অবস্থা অনুসারে শ্রমিকদের হার (শতাংশ)

সূত্র: পিএলএফএস * জুলাই-জুন

আপনজন গ্রাফিক্স

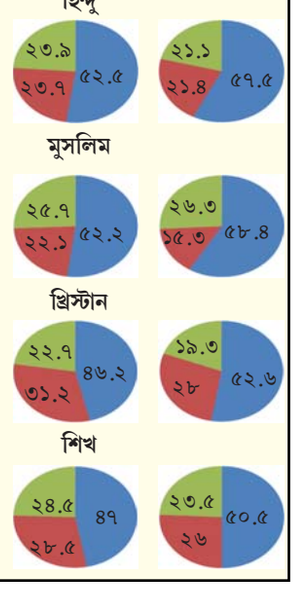

আধার কার্ড বাতিলের চক্রান্ত রুখে দিয়েছে বাংলা: মমতা

পাগড়ি পরলে খালিস্তানি, আর মুসলিম হলেই পাকিস্তানি? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার অভিযোগ করে বলেনে, আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা একটি রাজনৈতিক খেলা এবং আধার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত আমরা রুখে দিলাম। কারণ এটা বাংলা। এটা অন্য জায়গা নয়।

কলকাতায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো দাবি করেন, রাজ্যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) লাগু করতেই এই চক্রান্ত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করার নোংরা ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, আমরা তা বন্ধ করেছি। এটা বাংলা, অন্য কোনও জায়গা নয়। এটা ভুলে গেলে চলবে না।

তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। মমতা বলেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের আধার কার্ড বাতিল করা হয়েছে। এটা করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? কী কারণে কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট করা হল, তাও তাঁরা জানেন না। হয়তো পাঁচ বছর পর এঁদের বিদেশি বলা হবে বলে দাবি তৃণমূল সুপ্রিমোর কথায়, "ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে এটা নোংরা রাজনৈতিক খেলা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে মমতা অভিযোগ করেন, এনআরসি আনার পূর্বাভাস হিসাবে আধার কার্ডগুলি নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকারকে না জানিয়েই আধার কার্ড বাতিলের কারণ জানতে চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অশান্ত সন্দেশখালিতে

যেতে বাধা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত এক শিখ আইপিএস অফিসারের মঙ্গলবারের ঘটনার কথা উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনা রাজ্যের সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছে।

এক পাঞ্জাবি অফিসারের কী দোষ ছিল? তিনি তার দায়িত্ব পালন করছিলেন। শুধু পাগড়ি পরা বলে আপনি কীভাবে তাকে খালিস্তানি বলতে পারেন? এমন অনেক মুসলিম রয়েছেন যাঁরা আইএএস, আইপিএস এবং ডব্লিউবিসিএস অফিসার। আপনি কি তাদের পাকিস্তানি বলবেন?'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে সশস্ত্র বাহিনীতে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এবং গোর্খা রেজিমেন্ট রয়েছে তবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিদের বিশাল অবদান থাকা সত্ত্বেও কোনও বেঙ্গল রেজিমেন্ট নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাংলার সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং তা নষ্ট করার যে কোনও প্রচেষ্টা রুখতে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেব।

বিজেপি অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে ওই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক নিয়ম মেনে দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ তুলেছে।

প্রসঙ্গত আধার নিষ্ক্রিয় হওয়ার খবর চাউর হতেই পাশে থাকার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন, "যাঁদের আধার নিষ্ক্রিয় হয়েছে প্রয়োজনে তাঁদের নাগরিক পরিষেবা দিতে বিকল্প কার্ড দেবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালুরর সঙ্গে সঙ্গে ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যেখানে কারও আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করে দিলে তিনি অভিযোগ জানাতে পারবেন।

যদিও আধার কার্ড বাতিলের বিতর্কের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আধার সংস্থা ইউআইএডিআই জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটি থেকেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। মতুয়া নেতা তথা বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরেকেও সেই কথা বলতে শোনা যায়। বেশ কিছু নিষ্ক্রিয় আধার পরবর্তীতে সক্রিয় হবার খবরও পাওয়া যায়। এদিন এই সামগ্রিক পর্ব নিয়ে সরব হয়েছেন মমতা। তাঁদের চাপের কারণেই যে কেন্দ্র পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে, তা বোঝানোর চেষ্টাও করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে এটাও জানাতে ভোলেননি আধার নিষ্ক্রিয় করার ব্যাপারটি আদতে ভোট রাজনীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

মোদির রাম রাজ্যে দলিত, পিছিয়ে পড়া ও সংখ্যালঘুরা চাকরি পাবে না: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি বুধবার বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দলিত ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি না করার অভিযোগ করেছেন, যা "জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ" এবং তার 'রামরাজ্যে' তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এ কেমন রামরাজ্য যেখানে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুরা, যারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ, তারা চাকরি পাচ্ছেন না," কানপুরের ঘন্টাঘর মোড়ে এক জনসভায় বলেন রাহুল। তিনি বলেন, "দেশের জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণির, ১৫ শতাংশ দলিত; ৮ শতাংশ আদিবাসী; আর ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু। যত খুশি চিৎকার করো কিন্তু এ দেশে চাকরি পাওয়া যায় না। আপনি যদি পিছিয়ে পড়া, দলিত, উপজাতি বা দরিদ্র সাধারণ শ্রেণির হন তবে আপনি চাকরি পাবেন না। নরেন্দ্র মোদী চান না আপনারা চাকরি পান।

সংবিধান রক্ষার্থে আপোষহীন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ মাওলানা সাজ্জাদ নোমানির

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: দেশের বর্তমান অবস্থা ও মুসলিম সম্প্রদায়ের করণীয় কি সেই সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা করতে গতকাল কলকাতার মিল্লি আল আমিন কলেজে অনুষ্ঠিত হয় এক সভা। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার তথা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র হজরত মাওলানা সাজ্জাদ নোমানি। তিনি দেশের বর্তমান অবস্থা ও সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার হওয়ার রাস্তা সর্ম্পকে মুসলিম সম্প্রদায়কে অবগত করতে গিয়ে বলেন, আজ বর্তমান ভারতবর্ষে যেই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, একের পর এক মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মাণের ঘোষণা, মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাঁদের হত্যা করার পরিকল্পনা এগুলো কোনো কিছুই আজ হঠাৎ করে সংঘটিত হয়নি, এগুলো আজ থেকে ১০০ বছর পূর্বে পরিকল্পনা করা হয়েছে। দেশের সামান্য কিছু ব্রাহ্মণ নিজেদের সাম্রাজ্যকে তৈরি করার জন্য, রাজত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিচু শ্রেণী গুলোকে হিন্দু নাম দিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তাঁদের কাছে হিন্দু নয়। তাঁরা সেই শ্রেণীকে হিন্দু পরিচয় দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা করেছে নিজেদের মূল লক্ষে সফল হওয়ার জন্য, আজ তাঁরা সফলতার অন্তিম লগ্নে। তাঁরা ১০০ বছর পূর্বে লিখিত এজেন্ডা বানিয়ে, ব্রিটিশদের পা ধরে, হিটলারকে আইডল বানিয়ে দেশে মুসলিম গণহত্যার ছক একে দেশের ক্ষমতা দখল করেছে।

এই রকম পরিস্থিতিতে দেশের মুসলিম সম্প্রদায় ভয়ে কাতর হয়ে

গেছে, ঘরে আবদ্ধ হয়ে গেছে নিজেদের বাক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। এদের এই দুর্বলতা, ভয়ে কাতর হয়ে যাওয়া, বাক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলা তাঁদের লক্ষ উদ্দেশ্য সফল করার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ভয় থেকে বের করে এই সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষে সারা দেশ ছুটে বেড়ায় আমি, নানান রাজ্য ও শহর দেখে হতাশ হয়েছি যার মধ্যে রয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা শহর। এই বাংলার এই শহরের যুবকরা ছন্নছাড়া হয়ে, ভয়ে কাতর হয়ে ঘরে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তাঁরা পাইনি কোনো দিশা, তাঁরা পাইনি কোনো নেতৃত্বের ছায়া। আমি এই বাংলার আলেম সমাজ মুসলিম সংগঠন, শিক্ষক, অধ্যাপক সমস্ত সামাজিক মানুষকে বলতে চাই সহায় এগিয়ে আসুন, গ্রামে গঞ্জে, প্রতিটা এলাকায়, প্রতিটা শহরে সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাবস্থা গ্রহণ করুন, সকলে ঐক্যবদ্ধ হন।

আপোষহীনভাবে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, তাঁদের মতো আপোষহীনভাবে সংগ্রাম যারা নিজেদের জান, মাল, সময়, স্ত্রী, সন্তান সব কিছু দিয়ে, নিজেদের সুখের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে দেশ রক্ষার জন্য, সংবিধান রক্ষার জন্য, এই জাতিকে রক্ষার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছে। দেশের এমনি এক পরিস্থিতি গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিছু করতে গেলেও জেলে বন্দি করে দেওয়া হচ্ছে, সম্প্রীতির বার্তা দিতে গেলে দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে প্রতিহত করতে, এই অবস্থার পরিবর্তন করতে আমরা কখনোই কোরান হাদিসের দিকে তাকায়নি। আমরা গান্ধির কথা ভেবেছি, আমরা নেহেরুর কথা ভেবেছি কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) এর কথা ভাবিনি। মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন মদিনা গেলেন সেখানে ৫ জন ইহুদী নেতার সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন, সেই বৈঠকে ইসলামের বার্তা দিলেন না, অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে মদিনায় সবাই মিলে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকার জন্য দাবি করলেন। বিগত ১৮ বছর সেই মদিনায় শান্তি ছিল, মদিনা অপেক্ষায় ছিল কবে মুহাম্মদ (সাঃ) আসবেন। হঠাৎ একজন ইহুদী নেতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আমরা আপনার সর্ম্পকে খারাপ কিছুই শুনিনি, আপনি একজন ন্যায়পরায়নশীল ও সৎ মানুষ আপনি সকলের একত্রিত হয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করা এই চুক্তিকে নেতৃত্ব দেন, যে ভুল করবে তাঁকে সাজা দেবেন। সেই সময়ে একজন নিরক্ষর মানুষ হয়েও মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৪ টা আর্টিকেলের শান্তির নির্দেশমালা লিপিবদ্ধ করিয়েছেন।

হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল ময়িদ যুব সমাজকে আলেমদের অনুগত্যের অধীনস্থ হওয়ার নির্দেশ দেন, যেকোনো ভুল পথ বা উস্কানিতে পা না দিয়ে ইমানকে মজবুত রাখার নির্দেশ দেন এবং আশ্বাস দেন ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতেও ভয়ংকর দিন এসেছে, তবুও উদ্ধার হয়েছে আবারো উদ্ধার হবে তবে ভুল পথে পা নয়। হজরত মাওলানা জিয়াউদ্দিন কাশমি বলেন আজকের এই রকম পরিস্থিতিতে আমরা শুধু নিজ আর নিজেদের পরিবার নিয়েই ভাবতে পারিনা, দেশের সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা ভেবে এগিয়ে আসতে হবে।

মাওলানা কারী ফাজলুল রহমান বলেন বাংলা পিছিয়ে থাকার কারণ এখানে মুসলমানরা ঘুমন্ত এদের জোস নাই। তিনি মুসলিম সংগঠন গুলোর দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করেন কেনো কোনো সংগঠন এগিয়ে আসছে না। কুরআন তেলোওয়াতের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন হাফিজ নোমান, সভার সভাপতিত্ব করেন নাকোদা মসজিদের ইমাম হজরত মাওলানা শফিক কাশমি। সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি করেন মাওলানা সাজ্জাদ নোমানি ।

প্রথম নজর

ভুয়ো কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার সাতসকালে ফের অ্যাকশন শুরু করে ইডি। ভুয়ো কল সেন্টার খুলে প্রতারণা মামলায় সকাল থেকে তল্লাশি চালায় ইডি। প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় বেনিয়াপুকুরে ইডির টিম হানা দেয়। মূল অভিযুক্ত ধৃত কুণাল গুপ্তার ঘনিষ্ঠদের একাধিক ঠিকানায় চলে তল্লাশি অভিযান। ইডির দাবি, ২০০৫-এ ভুয়ো কল সেন্টার খুলে বিদেশি নাগরিকদের থেকে প্রায় ১ হাজার কোটি আত্মসাৎ করেছেন ধৃত কুণাল। সিআইডি হেফাজতে থাকাকালীন কয়েকজন সহযোগীকে ফোন করে প্রমাণ লোপাটেরও চেষ্টা করেন অভিযুক্ত, দাবি ইডির। ভুয়ো কল সেন্টার খুলে হাজার কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগের মামলায় এবার শহরজুড়ে অভিযান চালায় ইডি। এই মামলায় মূল অভিযুক্ত কুণাল গুপ্তাকে আগেই গ্রেফতার করে সিআইডি। এবার তাঁর ঘনিষ্ঠদের একাধিক ঠিকানায় চলছে তল্লাশি। সকাল থেকে বেনিয়াপুকুরের ১১, তাঁতিবাগান লেনে তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি-র দাবি, ২০০৫ সালে ভুয়ো কল সেন্টার খুলে বিদেশি নাগরিকদের থেকে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করেছেন কুণাল। দীর্ঘদিন দুবাইতে ছিলেন অভিযুক্ত। তাঁর নামে লুক আউট সার্কুলারও জারি করে রেখেছিল ইডি। অভিযোগ, সিআইডি হেফাজতে থাকাকালীন নিজের কয়েকজন সহযোগীকে ফোন করে প্রমাণ লোপাটেরও চেষ্টা করেছেন কুণাল। সেই সূত্র ধরেই পিডি অফিসাররা এবার এই প্রতারণা চক্রে আর কার কার কিভাবে যোগসূত্র আছে তা জানার চেষ্টা করছে।

অমর একুশে স্মরণ

নুরুল ইসলাম খান ● সোনারপুর

আপনজন: যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হল ২১ এর ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান। বারুইপুরের চম্পাহাটিতে মুক্তধারার এটি প্রথম অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড কনিষ্ক চৌধুরী, সঙ্গীত পরিবেশন করেন সলিল ঘোষাল। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গালিব ইসলাম, মির্জা হাসান প্রমুখ আরও অনেকেই। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে সকলে বক্তব্য রাখেন।

আধার কার্ড বাতিলের চিঠি এল একই পরিবারের তিনজনের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আধার কার্ড বাতিল এমনি চিঠি এলো পরিবারের হাতে। আধার কার্ড'ডিঅ্যাক্টিভেট' বা নিষ্ক্রিয় হয়েছে বলে গত মঙ্গলবার পোস্ট অফিস থেকে এমন চিঠি পেয়েছেন মালদহের হবিবপুর ব্লকের আইহো গ্রামপঞ্চায়েতের, বক্সীনগর খোট্টা পাড়ার একই পরিবারের তিন সদস্যের। কিন্তু সেই চিঠির বয়ানে কারণ হিসেবে যা লেখা হয়েছে, তাতে মাথায় হাত পড়েছে তাঁদের। চিঠিতে লেখা রয়েছে, উপযুক্ত নথি না থাকায় আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট করা হয়েছে। সেই আঁধারে চিঠি হাতে পাওয়াতে চরম আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছেন ওই পরিবার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এনিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের লোকেরা জানান মঙ্গলবার ডাকযোগে 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার রাঁচির আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাতেই আতঙ্কে রয়েছে ওই পরিবার।স্থানীয় প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অমৃত হালদার বলেন, কেন এভাবে আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট হয়েছে বুঝতে পারছেন না।এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কে রয়েছে এই পরিবার এমনকি তাঁদের রেশন, ব্যাঙ্কের লেনদেন-সহ আধার নির্ভর কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলেও জানান তাঁরা এই নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে ওই পরিবার। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয় , আমাদের রেশন কার্ড প্যান কার্ড ব্যাঙ্কের বই সব রয়েছে। আধারের সঙ্গে প্যানকার্ড লিঙ্ক করেছি । তখন কোনও সমস্যা হয়নি। হঠাৎ করে কী ঘটল, বুঝতে পারছি না।রীতিমতো ভোটার আধার কার্ড প্যান কার্ড সব রয়েছে আমাদের কিন্তু কেন হঠাৎ করে এই চিঠি আসলো তা নিয়ে চিন্তায় ভেঙে পড়েছে ওই পরিবার।

রহমানিয়া মিশনের শিশু বিভাগ সেজে উঠল ভাষা দিবসে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সেহারা বাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশনে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এর সঙ্গে রহমানিয়া আলামিন মিশনের শিশু বিভাগ নতুন রূপে নতুন সাজে উদ্বোধন করা হল। সেহারা বাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশনের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন তাবলীগ জামাতের কারণে হায়দ্রাবাদ থেকে সবার জন্য শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি বলছেন শুধু তাদের মিশনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীসহ রাজ্যের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা ভালো হোক এই কামনা করছেন । এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠানের ও নতুন রূপে নূরানী শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পথ চলাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রহমানিয়া মিশন ক্যাম্পাসের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক জাতীয় শিক্ষক ডক্টর সুভাষচন্দ্র দত্ত, উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, বিশিষ্ট সাংবাদিক জগন্নাথ ভৌমিক, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সইফুদ্দিন চৌধুরী , সেহারাবাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশন এর সভাপতি হাজী বদরুল আলম। মাদ্রাসা দারুল উলুমের কার্যকরী সম্পাদক হাজী আসরফ আলি , সেহারা বাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশনের প্রধান শিক্ষক মোঃ সেলিম। রহমানিয়া আল আমিন মিশনের শিশু বিভাগ নূরানীর কচিকাঁচারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে তাদের শিক্ষিকা পারভীনা চৌধুরী নেতৃত্বে গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন। মাতৃভাষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মাতৃভাষার জন্য সালাম ,বরকত, রফিকরা কতটা অবদান রেখেছেন তা গীতি আলোকের মধ্যে প্রকাশ করেন। জাতীয় শিক্ষক ডক্টর সুভাষচন্দ্র দত্ত বলেন ভাষার কদর করতে হবে এই ভাষার কদর না করার কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ সেহারা বাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশন এর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন ।নূরানী শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল মুন্সী নজরুল ইসলাম,মিশনের এডমিনিস্ট্রেটর মোল্লা মিনহাজ উদ্দিন ,আল মদিনা জামে মসজিদের ইমাম মৌলানা মফিজ অনুষ্ঠান সাফল্য মন্ডিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

সন্দেশখালিতে ডিজি, ফেরিঘাটে বসানো হল সিসি ক্যামেরা

শামিম মোল্লা ● বসিরহাট

আপনজন: সন্দেশখালির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গ্রামে পৌঁছলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। ধামাখালি থেকে লঞ্চে চেপে জলপথে তিনি আসেন সন্দেশখালিতে। সঙ্গে রয়েছেন পুলিশের পদস্থ কর্তারা।ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে সন্দেশখালি। পাশাপাশি সন্দেশখালির চারটি ঘাটের প্রবেশদ্বারে সিসিটিভি ক্যামরা বসানো হয়েছে। খুলনা, ত্রিমোহিনী বাজার, সন্দেশখালির ধামাখালি সহ চারটি ঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।লাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিনই সন্দেশখালির পৌঁছলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সঙ্গে রয়েছেন এডিজি (সাউথ বেঙ্গল) সুপ্রতীম সরকার ও বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি হোসেন মেহেদি রহমান।সূত্রের খবর, নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে সন্দেশখালি থানায় বৈঠক করেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলার প্রতি মানুষের আস্থা ফেরাতেও ডিজির এই সফর। তিনি কথা বলতে পারেন এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গেও। কিন্তু সন্দেশখালি একটি পঞ্চায়েতের পাঁচটি গ্রামের মানুষ তাঁরা শান্তির পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই দাবি নিয়ে তাঁদের আন্দোলন সংগঠিত করেছেন শাসকদল ডয়ামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে। সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষ চাইছে সন্দেশখালিতে শান্তি ফিরে আসুক। সকাল থেকে প্রতিদিনের মতো দোকানপাট খুলেছে, বসেছে বাজার, সন্দেশখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ চাইছে শান্তি ফিরে আসুক প্রতিদিনকার মতো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তারা যেমন স্কুলমুখী হচ্ছে অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনে মানুষ তাদের কর্মস্থলে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছেন। সেই ছবি দেখা গেল সন্দেশখালির বিভিন্ন ফেরিঘাটগুলিতে। তবে কি এবার অশান্ত সন্দেশখালি শান্ত হতে চলেছে সেটা সময়ই বলবে।

ভাষা দিবসে বাংলা ভাষার ভাবাবেগে ভাসল বেলডাঙার গার্লস মাদ্রাসা

সামজিদা খাতুন ● বেলডাঙা

আপনজন: বাংলা, বাঙালি , বাংলা ভাষা - এক অদ্ভুত ভাবাবেগ! আর এই বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার স্বীকৃতি দিতে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের কথা কারো অজানা নয়। রফিক, জব্বার,বরকত, সালাম সহ শত শত তরুন তাজা প্রাণের রক্ত বিনিময়, এক রক্তাক্ত ইতিহাস। আর এর বিনিময়ে ১৯৯৯ সালে ভাষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা ভীষণ হৃদয় গ্রাহী। তাই 'একুশ ' অমর একুশ। বাঙালি হিসাবে ঐতিহ্য, পরম্পরায় স্মরণ করা উচিত। তারই এক অনবদ্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে দেবকুড়া সেখ আব্দুর রাজ্জাক মেমোরিয়াল গার্লস হাই মাদ্রাসা উঃ মাঃ; যার প্রধান শিক্ষিকা হলেন মুর্শিদা খাতুন। আজ ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একুশ যেন প্রানবন্ত হয়ে উঠেছিল আজকের মঞ্চে। প্রধান শিক্ষিকা মহাশয়া নিজ চেষ্টায় শুধু সারা বাংলা নয়, সুদূর বাংলাদেশের বহুগুনীজনদের তুলে এনে ছিলেন। আজকের বিশেষ অতিথির পদ অলংকৃত করেছেন, তথ্য চিত্র নির্মাতা, লেখক ও গবেষক সৌমিত্র দস্তিদার, ইতিহাসবেত্তা , লেখক ও চিন্তাবিদ খাজিম আহমেদ । এছাড়াও ছিলেন বহু গুণীজন- প্রাক্তন অধ্যক্ষ বেলডাঙ্গা এস আর এফ কলেজ সনত কর, অবসরপ্রাপ্ত প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সবুর আলি, ও আনোয়ারুল হক প্রমুখ।বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ ও উপস্থিত ছিলেন; আজকের শহীদ স্মরণ মঞ্চ কে সাফল্য মন্ডিত করতে। এছাড়াও বহু প্রধান শিক্ষক ওসহ শিক্ষক, সমাজ সেবী,ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব মঞ্চ কে প্রানোজ্জ্বল করে তুলে ছিল। সেই বীর শহীদদের স্মরণে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ছাড়াও গুনীজন সম্বর্ধনা, আলোচনা সভা ওকৃতি ছাত্রী সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজনে ছিল মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।সারা ফেব্রুয়ারি মাস ধরে সমস্ত শিক্ষিকা, শিক্ষক দের আপ্রাণ চেষ্টায় কবিতা আবৃত্তি থেকে শ্রুতি লিখন,এরূপ প্রায় কুড়ি টি বিষয় ভিত্তিক প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা ও কৃতিদের পুরস্কৃত করা হয় এই মঞ্চ থেকে।আর ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের কৃতীরা তো ছিলই।এ যে এক অন্য জগত। ভাষা ও সংস্কৃতি কে সম্মান জানাতে এর থেকে ভালো প্রয়াস আর হতে পারে না। সৌমিত্র দস্তিদার, খাজিম আহমেদ, সনত কর, সুদূর বাংলাদেশের একগুচ্ছ অতিথি, ফরাক্কা থেকে আগত অতিথিদের ও বিশ্বজিৎ বাবুর মতো অতিথি ওঅন্যান্য দের আন্তরিক সড়যোগীতায় আজকের মঞ্চ সফল হয়েছে বলে প্রধান শিক্ষিকা, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা, সহশিক্ষিকা বৃন্দ প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ।

নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনে আজীবন কারাদণ্ডের সাজা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ২৯ শে জানুয়ারি ২০১৯, মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানার চর সরন্দাজপুর এলাকায় ১৩ বছরের এক নাবালিকা মাঠে বাবাকে খাবার দিয়ে ফেরার পথে তাকে গনধর্ষণ করে খুন করা হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরদিন ওই নাবালিকার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় একটি সর্ষের জমি থেকে। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। সেই ঘটনায় মৃত নাবালিকার বাবা রানীনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে রানীনগর থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে। দুজনের বয়স ১৮ বছরের কম হাওয়ায় তাদের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পাঠানো হয়, বর্তমানের তারা হোমে রয়েছে। ওই দুই নাবালকের মামলার ট্রায়াল হয়নি। অন্যদিকে মূল অভিযুক্ত রাজু শেখ (২৩), ঘটনার সময় তার বয়স ছিল ১৯ বছর, তাই তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে পুলিশ। ২৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় খুন অভিযোগ, ২০১ ধারায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ, ৩৭৬-ডি ধারা গণধর্ষণের অভিযোগ, ৬ নম্বর পক্স আইনে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে মঙ্গলবার অভিযুক্ত রাজু শেখ কে দোষী সাব্যস্ত করে লালবাগ মহকুমা আদালত। আসামি রাজু শেখ কে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বুধবার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক দীপ্ত ঘোষ আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। নাবালিকার মৃতদেহের পাশ থেকে একটি বিড়ির টুকরো উদ্ধার হয়। যে বিড়ি ওই এলাকাতে কেবলমাত্র একজনই খেতো। সেই সূত্র ধরে পুলিশ এক অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে, পরবর্তীতে তার স্বীকারোক্তিতে বাকিদের গ্রেপ্তার করে তদন্তে এগিয়ে যায় পুলিশ। সেই আসামির আজীবন কারাবাসের নির্দেশ দিলো আদালত।

দেগঙ্গায় রাস্তার সূচনায় বিধায়ক রহিমা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাবক পাড়া এলাকায় দেগঙ্গার বিধানসভার বিধায়ক রহিমা মন্ডলের সহযোগিতায় একটি রাস্তার শিলান্যাস হল বুধবার। এই পঞ্চায়েতের উত্তর কলসুর নিমাই বিশ্বাসের বাড়ি থেকে চান্ডালআটি মেইন রোড ভায়া স্বপন বিশ্বাসের পুকুর এই তিন কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ এক কোটি ৫৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৬৫ টাকা।বুধবার ফিতে কেটে এবং নারকেল ফাটিয়ে এই রাস্তার শিলান্যাস করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প,বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি।অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলসুর আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গফফার আলী মোল্লা,দ্যুতিরঞ্জন গাইন, অসিত মন্ডল,ইছানুর মন্ডল, স্থানীয় দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ বিশিষ্টজনেরা।

অমর একুশে পালিত শান্তিনিকেতনে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ২১ শে ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষীদের কাছে এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে বাংলা ভাষীদের কাছেও। অন্যান্য জায়গার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শান্তিনিকেতন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করল। এদিন সকালে বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক অতিথি শালা থেকে প্রভাত ফেরী শুরু হয়। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গা একুশে ফেব্রুয়ারি...। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিক,বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, কর্মীরা। বাংলাদেশ থেকে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীরা একুশে ফেব্রুয়ারি সকালের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রভাতফেরী মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনের বাংলাদেশ ভবনে আসে। সেখানেই একুশের শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ভাষা দিবসে শহীদ হওয়া সেই সমস্ত শহীদদের। ২১ শে ফেব্রুয়ারি' বাংলাদেশ সহ পশ্চিমবঙ্গ তথা সমস্ত বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের কাছে আজ গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। এই বিশেষ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও সুপরিচিত। বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের এক মর্মান্তিক ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন হিসেবে এটি চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ হয়। তরুণে রক্তে রাঙা হয়ে এই আন্দোলন। তাদের মধ্যে অন্যতম হল রফিক, জব্বার, শফিউল, সালাম, বরকত সহ অনেকেই। তাই এ দিনটি শহিদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ৫ই আগষ্ট, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। অমর একুশে শান্তিনিকেতন এদিন দিনভর নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশেষ মর্যাদার সাথে পালন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কালিয়াচকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচকের স্মার্ট স্কুলের ব্যাবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন হল কালিকাপুর কারবালা ময়দানে। শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিককে সংবর্ধনা প্রদানের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুভ সূচনা হয়।উপস্থিত সকল সদস্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল ভাষা শহীদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এদিন যারা ভাষা দিবসে সংবর্ধিত হয়েছেন তারা হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তনয় কুমার মিশ্র, রেজাউল করিম , সেনাউল হক , সেখ আসাদুল, আনওয়ারুল সেখ, ঝন্টু মন্ডল , বিশিষ্ট শিক্ষিকা তানিয়া রহমত ,আব্দুল মালেক, এজাজুল হক, আনিসুর রহমান সহ আরও অনেকেই। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। পরে সমস্ত অতিথি একে একে অমর শহিদদের উদ্দেশ্যে মাল্যদান করেন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমাপ্তি ভাষণ দেন স্কুলের সম্পাদক রবিউল ইসলাম।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

'দিদি নাম্বার ওয়ানে'-এর সেটে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বেসরকারি চ্যানেলের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'দিদি নাম্বার ওয়ানে' এর সেটে এলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার, ২১ ফেব্রুয়ারী হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে দিদি নম্বর ১ এর সেটে উপস্থিত হন বাংলার 'দিদি' মমতা। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে এবার দেখা যাবে অন্য ভূমিকায়। টেলিভিশনের অন্যতম রিয়েলিটি শোয়ের প্রতিযোগী হিসেবে দেখা যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে প্রতিযোগী হিসাবে থাকবেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর মতো সেলিব্রিটিরা। প্রসঙ্গত, এই প্রথম কোনও রিয়েলিটি শোয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সকাল থেকেই আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা নেওয়া হয় ডুমুরজলা স্টেডিয়াম চত্বরে।

বীরভূম জেলা ব্যাপী মাতৃভাষা দিবস পালন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দ্যোগে রাজ্যব্যাপী ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে রামপুরহাট মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় জিতেন্দ্রলাল পৌর মন্দির প্রাঙ্গণে সকালে একটি মহতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়া সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।সেইসাথে কথা ও গানের মাধ্যমে অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকার জন্য অনুষ্ঠানসূচী অনেক কাটছাঁট করেই জেলা ব্যাপী সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে দিনটি মহাসমারোহে পালিত হয়।সেরূপ বীরভূমের ইলামবাজার প্রত্যাশা তোমার আমার সবার' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনের মধ্যে সপ্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে সংগঠনের সপ্তম বর্ষে পদার্পণকে স্মরণীয় করে রাখতে মেগা রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে সভাপতি আব্দুল খালেক মল্লিক জানান তাদের সংস্থা ২০১৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পথ চলা শুরু। সংগঠনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা, আদিবাসী ও প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের নানাবিধ শিক্ষা উপকরণ জোগান দেওয়া, শিশু মনের সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কর্মসূচি, মেধা সম্মান ও সামাজিক সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও সমাজের গুণীজনদের উৎসাহ প্রদান করা হয়। থ্যালাসেমিয়া শিশু ও প্রসূতি মায়েদের রক্তের জোগান ঠিক রাখতে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়।উল্লেখ্য কোভিডের সময় টানা দুই বছর ধরে বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী, ঔষধ, অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়ে ছিল বলে জানা যায়। আজকের এই বিশেষ দিনকে সামনে রেখেই সংগঠনের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন। যেখানে পুরুষ মহিলা মিলিয়ে মোট ৮৭ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। রক্ত সংগ্রহ করে বোলপুর মহকুমার ব্লাড ব্যাংক। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য রক্তদান আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ কবি ঘোষ,বীরভূম ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স এ্যাসোসিয়েশন এর জেলা সম্পাদক নুরুল হক,রাজেশ পালিত,মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত, বীরভূম জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ অরুণ চক্রবর্তী, রঞ্জিত মুখার্জি, সুকুমার সাহা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পরীক্ষা হলে হঠাৎ অসুস্থ

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: পরীক্ষা দিতে দিতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ল এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট দু'নম্বর ব্লকের ঝিংকি এলাকায় মোহনপুর হাই স্কুলে । ওই ছাত্রী টির নাম আক্তারিয়া খাতুন। তার শীট পড়েছিল মোহনপুর হাই স্কুলে হঠাৎই পরীক্ষা দিতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তড়িঘড়ি ওই সেন্টারের কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও ইস্কুলের টিচার তাকে নিয়ে আসা হয় মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে। অন্যদিকে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে চিকিৎসাকরা। আমড়াতলা গোসাই হাইস্কুলে ছাত্রী ছিলেন বাড়ি বেড়ামারি । বাড়িতে খবর দেওয়ার পরেই বাড়ির লোক আসলে তাকে প্রশাসনিক তৎপরতায় ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রথম নজর

ভিসা ছাড়াই উমরাহ করতে পারবেন ইইউর নাগরিকরা

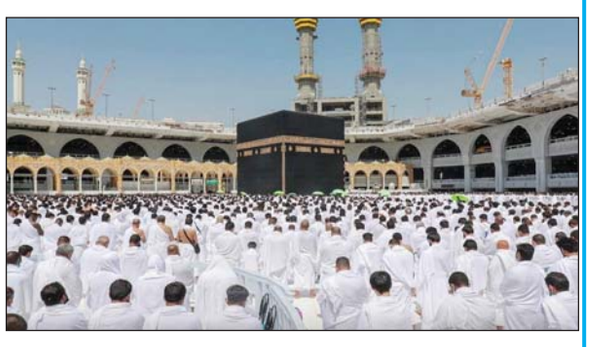

আপনজন ডেস্ক: হজ ও উমরাহ প্রক্রিয়া সহজ করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি আরব। এরই অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোর স্থায়ী বাসিন্দাদের ভিসা ছাড়াই উমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে। উমরাহ করতে তাদের আগে থেকে ভিসা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০-এর সঙ্গে সংগতি রেখে উমরাহযাত্রীদের জন্য উন্নতমানের পরিষেবা এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আরো সমৃদ্ধ করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এখন সহজেই 'নুসুক' অ্যাপের মাধ্যমে উমরাহর সময়সূচি নির্ধারণ করা যাবে। এমনকি সরাসরি মক্কায় পৌঁছে উমরাহ পালন করা যাবে। তা ছাড়া আমেরিকা, ব্রিটেনসহ ইউরোপীয়দের জন্য অন অ্যারাইভাল ভিসাও চালু করা হয়। উমরাহ ভিসার মেয়াদ ৯০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। তা ছাড়া সাউদিয়া এয়ারলাইনসের মাধ্যমে ৯৬ ঘণ্টার ট্রানজিট বা স্টপওভার ভিসা নিয়েও উমরাহ পালন করা যায়। আর নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ই-ভিসা পাওয়া যায়।

গত বছর বিভিন্ন দেশ থেকে ১৩ কোটি ৫৫ লাখের বেশি মুসলিম উমরাহ পালন করে, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা। একই বছর ২৮ কোটির বেশি মুসল্লি পবিত্র মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ে ও রওজা শরিফ জিয়ারত করে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। ১ মার্চ হজের ভিসা ইস্যু শুরু হয়ে ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। এরপর ৯ মে থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের গমন শুরু হবে।

স্কুলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করল ইংল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের সমস্ত স্কুলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও বার্তায় এ ঘোষণা দেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। মোবাইলের উপরে বিধিনিষেধের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, স্কুলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ফোন। ব্যাহত হয় পাঠদান। সরকারি নির্দেশিকায় বিষয়টিতে নজরদারির জন্য প্রধানশিক্ষকের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে নানা উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা যাতে স্কুলে ফোন না নিয়ে আসে তা শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। আবার কেউ ফোন আনলে তা যাতে লকারে সুরক্ষিত ভাবে রাখা যায়, সেই বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে, ক্লাস চলাকালীন যেন কেউ যাতে ফোন ব্যবহার না করে কিংবা ফোনের আওয়াজে পড়াশোনা ব্যাহত না হয়।

শিক্ষামন্ত্রী স্কুলে পড়াশোনার ধারাবাহিকতার উপরে জোর দিয়েছেন।

মোবাইল ফোন কীভাবে কাজে বিঘ্ন ঘটায়, তা বোঝাতে ৫১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন ঋষি সুনাক। সেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি যখনই কিছু বলতে যাচ্ছেন, বার বার বেজে উঠছে ফোন।

ঋষি সুনাক বলেছেন, 'প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছে, ফোনের জন্য কী ভাবে তাদের পাঠদান বিঘ্ন ঘটে। অনেক স্কুল ইতোমধ্যেই ফোনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশের উন্নতি ঘটেছে। এ বার নতুন করে এ বিষয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হল। যাতে সব স্কুলই এই বিষয়টি মেনে চলে। শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষা প্রয়োজন, তা যেন সকলে পায়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাই আমরা।'

তবে সুনাকের এই ভিডিও'র সমালোচনা করেছেন অনেকেই। বিরোধী লেবার পার্টিও ওই ভিডিওকে ব্যঙ্গ করে একই ধরনের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সুনাক কিছু বলতে যাচ্ছেন কিন্তু বার বার ফোনে নোটিফিকেশন আসছে। কখনও ব্রিটেনে আর্থিক মন্দার খবর আবার কখনও অভিবাসন কিংবা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা

ফিলিস্তিনি নারী-কিশোরীদের ধর্ষণ ও নির্যাতন করেছে ইসরায়েলি সেনারা

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের প্রতিবেদন

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের নতুন প্রতিবেদনে ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিম তীরের নারী ও কিশোরীদের বিরুদ্ধে ধর্ষণসহ ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর নৃশংস ও অমানবিক আচরণের নতুন কিছু দিক উন্মোচিত হয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ফিলিস্তিনে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগের প্রমাণ তাদের কাছে আছে।

গত সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা 'ইউএন হাইকমিশন ফর হিউম্যান রাইটস' কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেছে,

ইসরায়েলি সেনারা ফিলিস্তিনে বিচারবহির্ভূত হত্যা, বিনা বিচারে আটক, অবমাননাকর আচরণ, ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার মতো অপরাধ সংঘটিত করেছে গাজা ও পশ্চিম তীরে।

ইউএন হাইকমিশন ফর হিউম্যান রাইটসের প্রতিবেদনে প্রমাণ হিসেবে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাবাহিনী কর্তৃক অনলাইন প্রকাশিত বিভিন্ন ছবিকে উপস্থাপন করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ইসরায়েলি সেনারা ফিলিস্তিনি নারী বন্দীদের সঙ্গে অবমাননাকর আচরণ করছে।

জাতিসংঘের এই সংস্থা বলেছে, 'এ ধরনের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন, আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধ। যেগুলোকে রোম সংবিধির অধীনে বিচারের আওতায় আনা উচিত।' সংস্থাটি তাদের প্রতিবেদনে দোষীদের জবাবদিহির আওতায় এনে ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার

নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক এই সংস্থার বিশেষজ্ঞরা গাজায় ফিলিস্তিনি নারী ও কিশোরীদের নির্বিচারে হত্যা করার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন, এসব নারীদের প্রায়ই তাদের সন্তান ও পরিবারসহ হত্যা করা হতো। তারা বলেছেন, 'ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুরা যখন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছে বা পালিয়ে যেতে চেয়েছে তখন ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার খবরে আমরা হতবাক হয়েছি।'

ইউএন হাইকমিশন ফর হিউম্যান রাইটসের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বা সহযোগী বাহিনীর সদস্যরা যখন ফিলিস্তিনিরা হত্যা করছিল তখন তাদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যের সাদা কাপড় উড়িয়েছিলেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থাটির বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নারী ও কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ, নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতার বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার, জর্ডানের নারী অধিকার বিষয়ক পরামর্শক রিম আলসালেম ও ফিলিস্তিনের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার ফ্রান্সেসকা আলবানিজ অন্যতম।

প্রতিবেদনে এই বিশেষজ্ঞরা গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজা ও পশ্চিম তীরে মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক ও মানবিক সহায়তা গোষ্ঠীর কর্মীসহ শত শত ফিলিস্তিনি নারী ও কিশোরীকে নির্বিচারে আটকে রাখার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তারা বলেছেন, পশ্চিম তীর ও গাজার নারী ও কিশোরীদের সঙ্গে 'অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ করা হয়েছে'। তাদের ঋতুস্রাবের প্যাড, খাবার ও ওষুধ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং মারাত্মকভাবে মারধর করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা আরো বলেছেন, একটি অনুষ্ঠানে নারী বন্দীদের একটি খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছিল এবং খাবার ছাড়াই তাদের বৃষ্টি ও ঠান্ডার মধ্যে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছে।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা প্রতিবেদনে ফিলিস্তিনি নারী বন্দীদের বিরুদ্ধে একাধিক ধরনের যৌন নিপীড়নের বিষয় তুলে ধরেছেন প্রতিবেদনে। তারা দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, ইসরায়েলি পুরুষ সেনারা ফিলিস্তিনি নারী ও কিশোরীদের নগ্ন করে তল্লাশি করেছে। তারা বলেছেন, 'অন্তত দুই ফিলিস্তিনি নারী বন্দীকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং অন্যদের ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অপমানজনক পরিস্থিতিতে নারী বন্দীদের ছবি তুলে ইসরায়েলি সৈন্যরা অনলাইনে আপলোড করেছে।'

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় হামলা শুরুর পর পর অজানা সংখ্যক ফিলিস্তিনি নারী ও শিশু নিখোঁজ হয়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ইসরায়েলি সেনাবাহিনী অন্তত একজন কিশোরীকে জোরপূর্বক ইসরায়েলে স্থানান্তরিত করেছে। এ ছাড়া, বিপুল পরিমাণ শিশুকে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তাদের খবর এখনো পাওয়া যায়নি।'

প্রতিবেদন ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিশেজ্ঞরা বলেন, 'আমরা ইসরায়েল সরকারকে ফিলিস্তিনি নারী ও কিশোরীদের জীবন, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও মর্যাদার অধিকার সমুন্নত রাখার এবং যৌন সহিংসতা, নির্যাতন, দুর্ব্যবহার বা অবমাননাকর আচরণের শিকার না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাদের বাধ্যবাধকতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।'

রমজানে আল আকসায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেবে ইসরায়েল

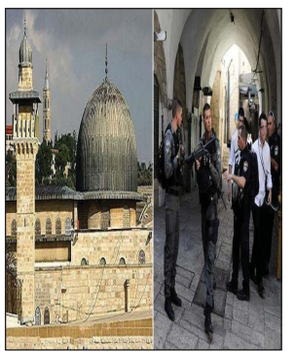

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসে আল-আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছে ইসরায়েল। সোমবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় এ ঘোষণা দিয়েছে।

ইসরায়েলের উগ্র ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভিরের এ আহ্বানকে নেতানিয়াহু অনুমোদন দিয়েছেন। এ বিষয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধগোষ্ঠী হামাস এক বিবৃতিতে রোজার মাসে ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থানে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশাধিকার সীমিত করার বিষয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সমালোচনা করে বলেছে, 'এই ঘোষণা পবিত্র মসজিদে প্রবেশের স্বাধীনতার লঙ্ঘন।' হামাস এ বিষয়ে রবিবার জানিয়েছে, 'ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি সরকারের কট্টরপন্থী আচরণ ইহুদিবাদী অপরাধ এবং ধর্মীয় যুদ্ধের প্রতিফলন।' তারা আরো জোর দিয়ে বলেছে, এই পরিকল্পনার অর্থ, রমজানে ইসরায়েল আল-আকসা মসজিদে আক্রমণ আরো বাড়াবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আরো ঘাঁটি ও সৈন্য হারাল মায়ানমার জান্তা

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারের জান্তা বাহিনী গত চার দিনে আরো ঘাঁটি এবং সৈন্য হারিয়েছে। কাচিন, রাখাইন এবং মোন রাজ্য এবং সাগাইং এবং বাগো অঞ্চলে এই ঘাঁটিগুলো হারিয়েছে তারা।

পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস (পিডিএফ) এবং জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন (ইএও) সারা দেশে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ায় একের পর এক ঘাঁটি হারাচ্ছে তারা। খবর মায়ানমারের গণমাধ্যম ইরাওয়াদ্দির।

আরাকান আর্মি জানিয়েছে, কাচিন রাজ্যের মান্দালে-মিটকিনা রোডের একটি কৌশলগত জান্তা ঘাঁটি সোমবার তিন দিনের লড়াইয়ের পর বিদ্রোহী সেনারা দখল করে নিয়েছে।

কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মি এবং কাচিন রিজিয়ন পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের সমন্বিত আক্রমণে মানসি টাউনশিপের শিখাঙ্গি গ্রামের ঘাঁটিটি দখল করেছে তারা।

বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো জানিয়েছে, জান্তার বিমান বাহিনী ঘাঁটি রক্ষার জন্য ৬০টিরও বেশি বিমান হামলা চালায়। হামলায় ছয়জন বেসামরিক লোক নিহত এবং আরও ১৫ জন আহত হয়েছে।

আরাকান আর্মি জানায়, সংঘর্ষ চলাকালে একটি জান্তা ফাইটার জেট তিনবার শিখাঙ্গি গ্রাম ও এর আশেপাশে বোমা ফেলে।

তারা প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করে। ১০ জন জান্তা সামরিক বাহিনীর মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে।

জঙ্গল এবং কাছাকাছি এলাকায় পালিয়ে যাওয়া জান্তা সৈন্যদের খুঁজে বের করছে তারা।

এছাড়া বিদ্রোহীরা মোন রাজ্যের সামরিক কমান্ড সদর দপ্তরে বোমা হামলা,

সাগাইং অঞ্চলের মনিওয়া টাউনশিপের মনিওয়া-চাং-ইউ রোডের একটি পেট্রোলিয়াম স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় বিমান হামলা,

বাগো অঞ্চলে সিটাং নদীর উপর 'কিউই ওয়াইন পিন' ব্রিজ ক্রসিংয়ে ড্রোন হামলা চালায়।

গাজার উত্তরাঞ্চলে জাতিসংঘের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় টানা সাড়ে চার মাস ধরে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। এতে করে অবরুদ্ধ ওই ভূখণ্ডটিতে তীব্র মানবিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে অস্থায়ী তাঁবুসহ আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের জন্য জীবন রক্ষাকারী খাদ্য সরবরাহ করা জরুরি হলেও তা বন্ধ করে দিয়েছে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। মূলত ভূখণ্ডটিতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে সংস্থাটি।

বুধবার (২১ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে 'লাইভ-সেভিং' খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)।

জাতিসংঘের এই সংস্থাটি এক ঘোষণায় বলেছে, ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণে তাদের সহায়তা কনভয়গুলো সম্পূর্ণরূপে বিপর্যয় এবং সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তটি সহজভাবে নেয়া হয়নি। তাদের সদস্যরা ব্যাপক ভিড়, বন্দুকযুদ্ধ এবং লুটপাটের সম্মুখীনও হয়েছেন।

এছাড়া জাতিসংঘ গত বছরের ডিসেম্বর থেকে গাজার উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার কথা বলে আসছে। ডব্লিউএফপি বলেছে, সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোতে এই ভূখণ্ডে 'ক্ষুধা ও রোগের দ্রুত ছড়িয়ে' পড়ার প্রমাণ রয়েছে।

বিবিসি বলছে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গত বছরের অক্টোবরে স্থল আক্রমণের শুরুতে ১১ লাখ ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে উত্তরাঞ্চলীয় ওয়াদি গাজার সমস্ত এলাকা থেকে সরে গিয়ে দক্ষিণে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেয়। যেসব এলাকা থেকে সেসময় সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে গাজা শহরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শহরটি ছিল যুদ্ধের আগে এই অঞ্চলের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা।

'গাজা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে' একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আলজেরিয়ার উত্থাপিত 'গাজা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে' ভেটো দিয়েছে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র।

মঙ্গলবার যুদ্ধবিরতির নতুন প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হয়। এতে নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১২ সদস্য পক্ষে ভোট দেয়। ভোট দান থেকে বিরত ছিল যক্তরাজ্য। আর একমাত্র দেশ হিসেবে এতে ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের পাঁচটি দেশ স্থায়ী সদস্য। যাদের সবার যে কোনো প্রস্তাবে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

১৫টি দেশের মধ্যে ১৩টি দেশের যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে– ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় চার মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি বর্বরতা বন্ধ হোক– এমনটি চাচ্ছে বিশ্বের সব দেশ।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলের বিভিন্ন অবৈধ বসতিতে হামলা চালিয়ে ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যা ও প্রায় ২৫০ জনকে ধরে গাজায় নিয়ে আসে।

এরপর গাজায় বর্বরতা শুরু করে ইসরায়েলি সেনারা। তাদের হামলায় এখন পর্যন্ত এ উপত্যকায় ২৯ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরো প্রায় ৭০ হাজার।

হামাস ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার নিরাপত্তা পরিষদে ওঠা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে এটি যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় ভেটো।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪১ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪১ মি.

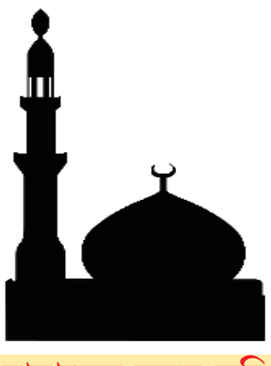

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪১	৬.০৩
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৫৯	
মাগরিব	৫.৪১	
এশা	৬.৫২	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

ফিলিপাইনে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৪

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনে একটি ট্রাক খাদে পড়ে কমপক্ষে ১৪ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো তিনজন।

বুধবার (২১ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টায় দেশটির নেগ্রোস ওরিয়েন্টাল প্রদেশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম ম্যানিলা বুলেটিন জানিয়েছে, ট্রাকটি মাবিনয় শহরে একটি পাহাড়ি পথ দিয়ে যাওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং ট্রাকটি খাদে পড়ে যায়।

ইউক্রেনে পালিয়ে যাওয়া রুশ পাইলটের মরদেহ স্পেনে উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধের বিরোধীতা করে গত বছর হেলিকপ্টার নিয়ে ইউক্রেনে পালিয়ে গিয়েছিলেন রাশিয়ার এক পাইলট। গত সপ্তাহে স্পেনের ভূগর্ভস্থ একটি গ্যারেজে তার মরদেহ পাওয়া গেছে। তার দেহ গুলিবিদ্ধ ছিল বলে ইউক্রেন ও স্পেনের গণমাধ্যম জানিয়েছে।

সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) স্পেনের সরকারি বার্তা সংস্থা ইএফই বলছে, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় আলিসান্তের কাছে ভিয়াহোইয়োসা শহরে ১৩ ফেব্রুয়ারি ওই পাইলটের মরদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। তার নাম ম্যাক্সিম কুজমিনভ। এমআই-৮ হেলিকপ্টারে উড়ে গিয়ে গত বছর অগাস্টে তিনি ইউক্রেনে নেমেছিলেন। আলাদা নাম নিয়ে ইউক্রেনের পাসপোর্টে কুজমিনভ স্পেনে বাস করছিলেন।

ইউক্রেনের সেনা গোয়েন্দা সংস্থা জিইউআর-এর মুখপাত্র স্পেনে কুজমিনভের মৃত্যু হওয়ার খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছেন। তবে তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু জানাননি।

স্পেনের পুলিশ বলেছে, গুলিবিদ্ধ একজনের মরদেহ তারা খুঁজে পেয়েছে। তবে নিহতের পরিচয় জানায়নি তারা। স্পেনের গুয়ারদিয়া সিভিল পুলিশ বাহিনীর এক সূত্র বলেছে, নিহত ব্যক্তি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বসবাস করে আসছিলেন।

স্পেনের লা ইনফরমেসিয়ন পত্রিকা বলছে, গুলির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুইজনকে খুঁজছে পুলিশ। ওই হামলাকারীরা একটি গাড়িতে চড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তানে সরকার গঠন হতে পারে ২৭ ফেব্রুয়ারি

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানে নতুন জোট সরকারের চূড়ান্ত ঘোষণা আসতে পারে ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা কামার জামান কায়রা এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন জোট সরকারের চূড়ান্ত ঘোষণা হতে পারে। খবর দ্য ডনের।

জিও নিউজের অনুষ্ঠানে গত সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সাবেক এ উপদেষ্টা বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ২৯ ফ্রেব্রুয়ারি হতে হবে। এখনো অনেক দিন বাকি আছে। এর আগেই ২৭ বা ২৮ তারিখে নতুন জোট সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে।

তিনি বলেন, নতুন জোট সরকারকে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে তা নির্ধারণ করছে পিপিপি ও পিএমএল-এন। জোট সরকারের দুই দলের মধ্যে এখন পর্যন্ত চারটি মিটিং হয়েছে। তবে কোন দল কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাবে তা আলোচনার এজেন্ডায় ছিল না।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে জোট সরকার গঠনের দিকে হাঁটছে পিএমএল-এন ও পিপিপি।

নির্বাচনে ৫৪ আসন পেয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) কিছু শর্তে জোট সরকার গঠন করতে চায় ৭৫টি আসনে বিজয়ী দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) সঙ্গে। শর্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নতুন জোট সরকারে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে পিপিপি চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিকে।

গত বছর বিশ্বব্যাপী হাম ৭৯ শতাংশ বেড়েছে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) সারা বিশ্বে হামের দ্রুত বিস্তারের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, গত বছর বিশ্বে ৩ লাখ ৬ হাজারের বেশি মানুষ হাম আক্রান্ত হয়েছে যা ২০২২ সালের চেয়ে ৭৯-শতাংশ বেশি।

মঙ্গলবার জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, গত বছর হামের মৃত্যুর সংখ্যার বিবরণ সংস্থা এখনো পায়নি, তবে প্রযুক্তি উপদেষ্টা নাতাশা ক্রোফ্ট বলেছেন, আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশঙ্কা করছি ২০২৩ সালে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা, ৯ ফাল্গুন ১৪৩০, ১১ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

একাকী

মাতৃভাষা চিরকালই যে কোনো জনগোষ্ঠীর সবচাইতে স্পর্শকাতর বিষয়। মা, মাটি কিংবা মাতৃভাষার উপর আঘাত কোনো জাতিই সহজে মানিয়া লইতে পারে না। দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া সদ্যস্বাধীন পাকিস্তানে প্রথম আঘাত আসে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের ওপর। আসলে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রুদ্ধ করিবার ঘটনাটি ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিজ পায়ে প্রথম কুঠারাঘাত। এমনকি তাহারা চাহিয়াছিল, বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান বা আরবি হরফে বাংলা লেখা প্রবর্তন করিতে। শুধু বাংলা ভাষাভাষীদের নিকটই নহে, প্রত্যেক মানুষের নিকট তাহার মাতৃভাষা সবচাইতে সুমধুর। পৃথিবীতে মোট ভাষার সংখ্যা প্রায় ৭ হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রায় ৩ হাজারের মতো ভাষা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে মাত্র এক শত বত্সরের মধ্যে। ইতিপূর্বে এমন আশঙ্কার কথাই জানাইয়াছেন বিশ্বের ভাষাতত্ত্ববিদরা। যদিও অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই পৃথিবীতে নূতন বিপ্লব আনিতেছে। সেই বিপ্লবের ছোঁয়া সকল ভাষার মধ্যেও লাগিতেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে একটি ভাষা হইতে অন্য ভাষায় রূপান্তরের বিষয়টিও অদূর ভবিষ্যতে সহজ ও গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠিবে।

বাংলা এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। পৃথিবীর প্রায় ৩৩ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। ইহার মধ্যে বাংলাদেশে ১৭ কোটি, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে ১৩ কোটি এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে আরো প্রায় ৩ কোটি মানুষ বাংলা কথা বলে। সবচাইতে আনন্দের কথা হইল, ২০১০ সালে ইউনেসকোর একদল ভাষাবিজ্ঞানীর দীর্ঘ গবেষণার পর পৃথিবীর সবচাইতে শ্রুতিমধুর ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে বাংলা ভাষা। সেই তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রহিয়াছে যথাক্রমে স্প্যানিশ ও ডাচ ভাষা। অথচ এই অপূর্ব শ্রুতিমধুর ভাষাকেই কিনা গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল পাকিস্তানি দুঃশাসকেরা। সত্যিকার অর্থে ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে রক্ষার আন্দোলনই শেষাবধি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়, ১৯৭১ সালে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কোনো ভাষাকে রক্ষার জন্য বাংলা এখন একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত, একুশে ফেব্রুয়ারি হইয়াছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাকে ভালোবাসিয়াই এই প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে আমাদের বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। শিখিতে হইবে ইংরেজিসহ আরো যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভাষা।

একুশ আমাদের শুধু ঐক্যবদ্ধই করে নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হইতেও শিখাইয়াছে। একুশের আর একটি বড় শিক্ষা হইল, জনগণের আন্দোলন ও আত্মত্যাগ কখনোই বিফলে যায় না। একুশ এখন প্রতিবাদের ভাষার প্রতিরূপ। কিন্তু প্রতিবাদ করা এখন তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশেই সহজ নহে। আমরা নিজেরাই নিজেদের চুপ রাখিতেছি। রিজেন্ট হানিইটার পাখির মতো পালন করিতেছি নীরবতা। রিজেন্ট হানিইটার ছিল অস্ট্রেলিয়ার গায়ক পাখি। ইতিপূর্বে জানা গিয়াছে, রিজেন্ট হানিইটার পাখি একসময় দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় বিপুল সংখ্যায় বসবাস করিলেও এখন মাত্র কয়েক শত বাঁচিয়া রহিয়াছে। তাহারা এখন পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার প্রহর গুনিতেছে। তাহা হইলে সমীকরণটি এইরকম দাঁড়াইল যে, কেহ যখন কথা বলিতে ভুলিয়া যায়, তখন তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়ে? কিংবা বলা যায়, বিপন্ন হইয়া পড়িলে কি কথা বলা ভুলিয়া যাইতে হয়? রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন–'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,/ হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।' তাই তো; পাখি গান বন্ধ করিলে রাখাল তো বেণু বাজাইতেই পারে। কিন্তু এই বেণু বাজাইবার মতো রাখালও তো থাকিতে হইবে।

এখন কোথায় সেই রাখাল? কোথায় রিজেন্ট হানিইটারের অপূর্ব গায়কি কুজন? তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাখালরা যেন শীতঘুমে চলিয়া গিয়াছে। রিজেন্ট হানিইটাররা ভুলিয়া যাইতেছে কুজন করিতে। তবে আমাদের ভরসা একুশ। একুশ আমাদের শিখাইয়া গিয়াছে প্রতিবাদের ভাষা। এই গৌরব যাহারা আমাদের দান করিয়াছেন জীবনের বিনিময়ে, একুশে ফেব্রুয়ারির আজিকার দিনে তাহাদের জানাই সালাম-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা।

• • • • • • • • • • • • •

রাহুল গান্ধির প্রান্তিক মানুষের মন জয় যেন শিবাজির মতো

একেই কি বলে প্রান্তিক রাজনীতি?

তথাকথিত 'মধ্যবিত্ত'রা ভারতীয় সমাজের কোন বুনিয়াদি কঠিন শক্তি নয় বরং পলকা স্তর। প্রান্তিক রাজনীতি হল সেই রাজনীতি যা সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। লিখেছেন যোগেন্দ্র যাদব।

শিবাজি কীভাবে একজন বৃদ্ধ মহিলার সাহচর্যে এসে কৌশলী চিন্তা-ভাবনার পাঠ শিখেছিলেন সে সম্পর্কে একটি বিখ্যাত গল্প রয়েছে। সামরিক অভিযানে পরাজয়ের পর যখন তিনি জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছেন, সে সময় এক বৃদ্ধার দোরগোড়ায় খাবারের জন্য থামেন শিবাজি। ওই বৃদ্ধা শিবাজিকে চিনতে না পেরে তাঁকে এক থালা গরম গরম খিচুড়ি পরিবেশন করলেন। যথারীতি শিবাজি ওই খিচুড়ির মধ্যিখান থেকে খেতে শুরু করলে আঙুলে ছ্যাঁকা খান। ঠিক তখনই বৃদ্ধা বলেন: "তরুণ সৈনিক, তুমি তো দেখছি তোমার রাজার মতোই। যিনি শত্রু অঞ্চলের কেন্দ্রে আক্রমণ করার চেষ্টা করে যান আর বারবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। তুমি একটা ধার থেকে খাওয়া শুরু করে তারপর মাঝখান অবধি পৌঁছাও না কেন?" এরপর থেকে খিচুড়ি খাওয়া তো বটেই, শিবাজি তাঁর ভবিষ্যতের সমস্ত সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে এই পন্থাই বেছে নিয়েছিলেন। বাকিটা ইতিহাস। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা কি সেই পরামর্শ অনুসরণ করে প্রথমে কিনারা জয়ের প্রচেষ্টা? মণিপুর যাত্রায় যোগ দিয়ে আমি এই উপলব্ধি করেছি। রাজনৈতিক পণ্ডিতরা উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে কোনও নির্বাচনী প্রাবল্য ছাড়াই যাত্রা শুরু করার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাহুল গান্ধি জোর দিয়ে বলেছিলেন এই যাত্রা অবশ্যই উত্তর পূর্ব থেকে শুরু হবে এবং তাও মণিপুর থেকে। শারীরিক এবং রাজনৈতিক দু'দিক থেকেই এই সিদ্ধান্ত ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। উত্তপ্ত মণিপুরে এই যাত্রা আভ্যন্তরিন বা বাহ্যিক যে কোনও জঙ্গি সংগঠনের জন্য একটি সহজ লক্ষ্য হতে পারত। তা ছাড়া, প্রায় এক দশক আগে পর্যন্ত উত্তর-পূর্বের পার্বত্য রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের যা আধিপত্য ছিল এখন তাও ফ্যাকাশে। যাত্রার জন্য ভিড় জড়ো করার জন্য দলীয় সংগঠনের উপর নির্ভর করা যায়নি। রাহুল গান্ধির কাছে এটা ছিল একটা নৈতিকতা এবং আদর্শের বিষয়। আপনি কখনওই সেই রাজ্যকে উপেক্ষা করে ন্যায় যাত্রা করতে পারেন না যেখানে মানুষের প্রতি রাজনৈতিক অবিচার, গৃহযুদ্ধের মতো অস্থির অবস্থা দেখেও নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে কেন্দ্রীয় সরকার। জনগণের প্রতিক্রিয়া এই ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের সারবত্তা প্রমাণ করেছে। যেহেতু যাত্রাটিকে 'ন্যাশনাল মিডিয়া'গুলো বয়কট করেছে – নয়ডা-ভিত্তিক ন্যাশনাল মিডিয়া চ্যানেলগুলির জন্য আমার ছোট্ট উপদেশ – নিজের চোখে রাহুল গান্ধিকে স্বাগত জানাতে সাধারণ মানুষের ঢল বুঝতে ইউটিউব দেখতে হবে। গত কয়েক মাসের সবচেয়ে হিংসাপ্রবণ অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি হল সেনাপতি জেলার কুকি এলাকা। এই অঞ্চলে যাত্রা প্রবেশের সময়ে যে দৃশ্য আমি দেখেছি তা কখনওই ভোলার নয়। আগের দিন সন্ধ্যায় যাত্রা মেটেই অঞ্চলে প্রবেশের সময়ের অভ্যর্থনা নিঃসন্দেহে দেখার মতো ছিল তবে এটা এমন ঘটনা ছিল যা সারা জীবনে একবারই ঘটে। সমস্ত গ্রামবাসী কার্যত রাস্তা ও তার আশেপাশে জড়ো হয়েছিল। তাঁদের চোখের জলে আশা, মরিয়া হয়ে ভারতকে আঁকড়ে থাকার বাসনা। মহিলারা যাত্রার বাসের কাছে এসে তাঁদের যা মনের কথা, সব উজাড় করে দিলেন। বাচ্চারা পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক কর্মীরা এই হিংস্রতার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে ব্যক্ত করেছেন। নেতারা তাঁদের দাবি তুলে ধরেন। সেখানে শোক, তিক্ততা, ক্রোধ যেমন ছিল, রাহুল গান্ধি তাঁদের ক্ষত সারিয়ে দিতে পারেন এমন আশাও ছিল। আমার কাছে এ সবই ছিল জাতীয় সংহতির একটি মুহূর্ত। নাগাল্যান্ড নিশ্চিত করেছে যে আগের ঘটনাগুলো অকস্মাৎ ঘটে যায়নি। আমরা যাত্রার একটু আগে আগে ছিলাম। ওখা নামক একটি ছোট শহরে, রাহুল গান্ধির আসার অপেক্ষায় থাকা লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। এক চায়ের দোকানের মালিক সেখানকার জনপ্রিয় আলু পুরি (ভাটুরা এবং পুরি মিশ্রিত পদ) খাওয়ার জন্য আমাদের জোর করেছিলেন এবং বিনিময়ে টাকা নিতে অস্বীকার করেছিলেন। মহিলারা বাচ্চাদের সঙ্গে করে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করেছিলেন, এক ঝলক কেবল দেখার জন্য। শহরের সবাই ঠাঁই নিয়েছিল রাস্তায় কিংবা বাড়ির ছাদে। ঠিক যেমনটা দেশের অন্য কোথাও ঘটে। সব দেখে মুহূর্তের জন্য আপনি ভুলে যেতে পারেন যে এ হল সেই নাগাল্যান্ড, ভারতের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রথম বিদ্রোহের স্থান, যেখানে একজন দর্শনার্থীকে এখনও জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি কি ভারত থেকে এসেছেন?", আভ্যন্তরীণ জঙ্গি সংগঠনগুলির হাতেই যেখানকার লাগাম রয়েছে। আপনি এও ভুলে যাবেন যে ৪০ সদস্যের রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসের একটিও বিধায়ক নেই। অরুণাচল এবং মেঘালয়ে এই বৈপরীত্য কম ছিল, সেখানে কংগ্রেস এখনও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ন্যায় যাত্রা যে পরিমাণ জনপ্রিয় অভ্যর্থনা পেয়েছে তা স্পষ্টতই কংগ্রেসের সাংগঠনিক বা নির্বাচনী শক্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। সব দেখে ভারত জোড়ো যাত্রার সময় কন্যাকুমারীর জনসমুদ্র এবং কাশ্মীর উপত্যকার চলমান দৃশ্যের কথা আমার মনে পড়ে গেল। ভারত জোড়ো অবশ্যই ভৌগলিক পরিধি থেকে শুরু হবে। এবং কংগ্রেসের বেঁচে থাকার সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ এবং একটি আবেগপূর্ণ সংযোগ স্থাপনার জন্য যা রাহুল গান্ধি প্রান্তিক মানুষের সাথে উপভোগ করেন। প্রান্তিক নাকি মূলধারা প্রান্তিক রূপকটি অন্য অর্থ নিয়েছিল যখন আমাদের যাত্রা অসমে প্রবেশ করে এবং তারপর শিলিগুড়ি করিডর (চিকেন্স নেক) অতিক্রম করে। সমাজের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে বিশেষ সংযোগ স্থাপনকারী এটি প্রথম যাত্রা। তা শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমনটা নয়। রাহুল গান্ধি মুসলমানদের সঙ্গে স্বাভাবিক সংযোগ উপভোগ করেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই, যদিও তিনি প্রতীকী তুষ্টির কোনও দেখনদারির চেষ্টা করেন না। মুসলিম ঘনত্বের এলাকাগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিইয়ে বিজেপির প্রোপাগান্ডার বিরোধী এই যাত্রার পথ ঠিক করা হয়নি (কিষাণগঞ্জ এবং মালদা এই পথে নেওয়া হয়েছে কারণ সেখানে কংগ্রেসের বর্তমান সাংসদ রয়েছে। প্রত্যেক দরগায় দরগায় গিয়ে কোনও রুটিন ভিজিট করা হয়নি , কোনও দাড়িওয়ালা পাদ্রীদের দলে ভিড়ে যাওয়া নেই, রাহুলের বক্তৃতায় কোনও শের-ও-শায়েরি নেই, থাকার মধ্যে আছে শুধু হাত জোড় করে সাধারণ সম্মান প্রদর্শন। ঠিক সেই কারণেই, একজন সাধারণ মুসলমান বুঝতে পারেন যে তিনি সমান নাগরিকত্বের অধিকারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, প্রথাগত 'ধর্মনিরপেক্ষ' নেতাদের চেয়ে আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাঁকে বেশিই বিশ্বাস করা যেতে পারে। তাই তারা দল বেধে আসতে পারে, রাহুলের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ তারা বিশ্বাস করতে পারে, এবং তারা রাহুলের মনোভাব বুঝে নিতে পারে এবং সুযোগ পেলে তারা আনন্দের সাথে রাহুলের প্রার্থীদের সমর্থন করবে।

এই ন্যায় যাত্রার কেন্দ্রবিন্দু হল মূলত আর্থ-সামাজিক সিঁড়ির শেষ শ্রেণির মানুষ, যারা সামাজিক স্তম্ভের নীচে বাস করে। আদিবাসী, দলিত এবং খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতি রাহুল গান্ধির যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ, তা এই যাত্রায় তাঁকে সাহায্যই করেছে। আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁর এই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ বিজেপির পুরনো রাজনীতি "বনবাসী"-র প্রতি তাঁর আক্রমণে বিশেষ ঝাঁজ এনে দেয় বইকি। ভারতের বর্ণ কাঠামো নিয়ে তার ক্রমাগত প্রশ্ন তুলে যাওয়ার বিষয়টা সাধারণ দলিত এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কাছে নাও পৌঁছতে পারে, কিন্তু ওবিসি, দলিত এবং আদিবাসী নিয়ে কাজ করা সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে তা জাদুর মত কাজ করে। আসামের চা বাগানের শ্রমিক ও মাঝি, পশ্চিমবঙ্গের মনরেগা শ্রমিক, বিহারের কৃষক এবং ঝাড়খণ্ডের কয়লা শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কয়লা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক, "লাভরথী" – র মত পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি ও মর্যাদা এবং অধিকারের রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছে। এই সব থেকে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নির্বাচনী লাভ কিছু হবে কিনা তা বলা কঠিন। কিন্তু এসবই আধিপত্যবাদী রাজনীতির পাল্টা প্রতিবন্ধক তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এই সময়ে এটাই দেশের ভীষণ ভাবে প্রয়োজন।

এসব হার্ডকোর রাজনীতিকদের প্রভাবিত নাও করতে পারে – ঠিক আছে, তারা এমন সব প্রশ্ন তুলতেই পারে, তাহলে প্রকৃত মূলধারার রাজনীতির কী হবে? যে রাজনীতি হচ্ছে তা কি প্রান্তিকের জন্য রাজনীতি নয়? এই রাজনীতি কি বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল এবং সংগঠন যন্ত্র চালনাকারী অর্থ এবং মিডিয়ার ভয়ানক সম্মিলিত ক্ষমতার জোরকে ও বিজেপির রাষ্ট্রীয় এবং রাস্তার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার সহায়ক হতে পারবে?

এখানেই প্রান্তিক কথার রূপকটা পুরো উল্টে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ এবং অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘুদের মত নয়, ভারতে দলিত, আদিবাসী, ওবিসি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বড় মাত্রায় সংখ্যালঘু। ইউরোপীয় রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গৃহীত শ্রমিক-শ্রেণীর রাজনীতির চরিত্র এ দেশে ধরা পড়ে না। বরং অর্থনৈতিক স্তম্ভের নীচে থাকা অংশটি এদেশে জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি। তথাকথিত 'মধ্যবিত্ত'রা ভারতীয় সমাজের কোন কঠিন বুনিয়াদি শক্তি নয় বরং এক পলকা স্তর। যদি এটি একটি খিচুড়ির থালা হয়, ধার তাহলে বেশির ভাগ খিচুড়িটাই থালার প্রান্ত বরাবর রয়েছে। বরাবর সারিবদ্ধ করা সবটাই সেখানে সেই খিচুড়ি। ভারতে প্রান্তিকজনের জন্য রাজনীতিই হল মূলধারার রাজনীতি। দেশের মূল স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে প্রান্তিক মানুষদের মধ্য দিয়েই।

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা কি সেই পরামর্শ অনুসরণ করে প্রথমে কিনারা জয়ের প্রচেষ্টা? মণিপুর যাত্রায় যোগ দিয়ে আমি এই উপলব্ধি করেছি। রাজনৈতিক পণ্ডিতরা উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে কোনও নির্বাচনী প্রাবল্য ছাড়াই যাত্রা শুরু করার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাহুল গান্ধি জোর দিয়ে বলেছিলেন এই যাত্রা অবশ্যই উত্তর পূর্ব থেকে শুরু হবে এবং তাও মণিপুর থেকে। শারীরিক এবং রাজনৈতিক দু'দিক থেকেই এই সিদ্ধান্ত ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। উত্তপ্ত মণিপুরে এই যাত্রা আভ্যন্তরিন বা বাহ্যিক যে কোনও জঙ্গি সংগঠনের জন্য একটি সহজ লক্ষ্য হতে পারত। তা ছাড়া, প্রায় এক দশক আগে পর্যন্ত উত্তর-পূর্বের পার্বত্য রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের যা আধিপত্য ছিল এখন তাও ফ্যাকাশে। যাত্রার জন্য ভিড় জড়ো করার জন্য দলীয় সংগঠনের উপর নির্ভর করা যায়নি। রাহুল গান্ধির কাছে এটা ছিল একটা নৈতিকতা এবং আদর্শের বিষয়। আপনি কখনওই সেই রাজ্যকে উপেক্ষা করে ন্যায় যাত্রা করতে পারেন না যেখানে মানুষের প্রতি রাজনৈতিক অবিচার, গৃহযুদ্ধের মতো অস্থির অবস্থা দেখেও নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে কেন্দ্রীয় সরকার।

ভাষা সংকটে একুশের স্বপ্ন

সৌরভ মন্ডল

মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা। বাঙালির সাথে বাংলা ভাষার নাড়ির টান নিবিড়। মাতৃ জঠরেই মাতৃভাষার সাথে পরিচয় শিশুর। মায়ের সাথে শিশু যেমন চিরবন্ধন, তেমই মাতৃভাষার সঙ্গেও সেই বন্ধন অটুট। বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা। এই ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও রয়েছে। বাঙালি এখন বিশ্ব নাগরিক।কিন্তু কতজন বাঙালির মুখে শোভা পায় মধুর বাংলা ভাষা, তা আজ হাতেগুনে বলা যায়। বাংলা ভাষাকে প্রায় ভুলেই যেতে বসেছে বাঙালি। অন্য কোন জাতির মধ্যে নিজের মাতৃভাষা অস্বীকার করার প্রবণতা কতটা রয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু বাঙালির মধ্যে যেন এই প্রবণতা একটু বেশিই বলা যায়। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।বাহান্নর একুশের চেতনায় বিশ্বজুড়ে ভাষা শহীদ আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, আব্দুস সালামকে বিনম্র চিত্তে স্মরণ করা হচ্ছে। মাতৃভাষার অস্তিত্ব বাঁচাতে ভাষা আন্দোলন এবং তাতে হেলায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মতো অহমিকার ইতিহাস একমাত্র যে জাতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেই বাঙালি জাতির জন্যই তার মাতৃভাষা নিজ ভূমে পরবাস! ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু তা বলে নিজের মাতৃভাষা জানবো না ? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন---- ইংরেজি হল জ্ঞানের ভাষা আর বাংলা হলো ভাষা। আর সেই ভাবের ঘরেই প্রতিনিয়ত হচ্ছে চুরি। বাংলা ভাষা তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে।

বাঙালি বরাবরই আত্মবিস্মৃত জাতি। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার অজুহাত দেখিয়ে বাঙালি আজ মাতৃভাষাকেই ভুলতে বসেছে। সন্তানের দুধে-ভাতে থাকার রাস্তা প্রশস্ত করবে শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষা–এই বদ্ধমূল ধারণা থেকেই বাবা মায়েরা আজকাল "অ- এ অজগর আসছে তেড়ে আ- এ আমটি খাব পেড়ে" এর বদলে A তে Apple, B তে Ball, C তে Cat- কেই বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ ইংরেজি শিখতেই হবে। তাহলেই কেল্লাফতে। তাতে করে যদি মাতৃভাষা বাংলা না শেখা যায়, তা যথেষ্ট। আধুনিক বাবা মায়েরা এতে অবশ্য গর্বই বোধ করেন। তারা তো রীতিমত তাল ঠুকে, বুক বাজিয়ে বলছেন 'আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না '। বর্তমান সমাজে কালচারটাই হলো এমন যেখানে ইংরেজি জানাকেই শিক্ষার মানদণ্ড ধরা হয়। তাই মাতৃভাষাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ইংরেজি ভাষা শেখার গড্ডালিকা প্রবাহেই গা ভাসাচ্ছে আধুনিক প্রজন্ম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে মাতৃভাষাকে আত্মস্থ করতে পারে না, অন্য ভাষার উপর সত্যিই কি তার দখল তৈরি হয় ? ভাষার গভীরতা কি বুঝতে পারে সে ? একে ইংরেজি হানাদার, তার ওপর আজকাল হিন্দি, ইংরেজি এবং সামান্য বাংলা শব্দ মিশ্রিত যে বুলি আউড়াতে শোনা যাচ্ছে নতুন প্রজন্মকে, তাতে বাংলা ভাষা তার কৌলিন্য হারাচ্ছে। তাছাড়া টিভি, রেডিও, সিনেমা, সিরিয়ালে যে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে, তা বাংলা ভাষার দীনতাকেই আরও প্রকট করছে বলে মত ভাষা বিশেষজ্ঞদের।

অথচ এমন বাঙালির উদাহরণ ভুড়ি ভুড়ি রয়েছে যারা বাংলা ভাষাতে যেমন পারদর্শী ছিলেন ঠিক তেমনই পারদর্শী ছিলেন ইংরেজিতেও। এক্ষেত্রে যার নাম সবার প্রথমে আসে, তিনি হলেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষাতে গান, কবিতা গল্প, উপন্যাস লিখেই জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন তিনি। গীতাঞ্জলি বাংলাতে লিখেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। তা বলে কি তার ইংরেজি ভাষাতে সমান বিচরণ ছিল না ? নেতাজি সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামীজি, বিদ্যাসাগর, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়ের মতো বিদগ্ধজনেরা তো বাঙালি হিসেবেই বিশ্বের দরবারে পূজিত। বাংলা ভাষাতে লেখালেখি করেই তারা জগত বিখ্যাত। তাই বলে কি তারা ইংরেজি ভাষা জানতেন না ? সবচেয়ে বড় কথা দেশের জাতীয় সংগীত জনগণমন কিংবা বন্দেমাতরম বাংলা ভাষাতেই লেখা। পরে অন্য ভাষাতে অনুবাদ করা হয়। মাতৃভাষাকে অস্বীকার করা মানে নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। মাতৃভাষাকে অবহেলা করে কখনোই কোনও জাতি উন্নতি করতে পারে না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় তা উপলব্ধি করেছিলেন মধুকবি। প্রথম জীবনে ইংরেজিতে অগাধ দক্ষতা ও আকর্ষণ থেকে ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা শুরু করেও পরবর্তীতে বাংলা ভাষাতেই সাহিত্যচর্চা করতে শুরু করেন তিনি। আর তাতেই মেলে স্বীকৃতি। ইউরোপ ছেড়ে বাংলায় থিতু হওয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত বুঝেছিলেন "মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে "। আক্ষেপ করে মধু কবির স্বীকারোক্তি-----

' হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন, / তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি, / পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ / পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষনে আচরি, / কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা অনুষ্ঠিত হলো সেন্ট্রাল পার্ক মেলা ময়দানে। এখানে নব্য বাঙালি যে বই কেনেনি, তা ঘোর নিন্দুকেরাও বলতে পারবেন না। তবে পরিসংখ্যান বলছে বাংলায় লেখা বই এর থেকে ইংরেজি বই বা ইংরেজিতে অনুবাদ করা বাংলা বই-ই সবথেকে বেশি বিক্রি হয়েছে। সত্যজিতের ফেলুদা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা, শরদিন্দুর ব্যোমকেশ, এমনকি নন্টে ফন্টের ইংরেজি অনুবাদ কিনে মাতৃভাষাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছে বাঙালি। উপরন্তু বাংলায় লেখা বই যারা কিনেছেন, তাদের দেখে তাচ্ছিল্য বা বিদ্রূপের বাঁকা হাসিও উড়ে এসেছে।

প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি এখনো পর্যন্ত ধুমধামের সঙ্গেই 'আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস' পালন করে আসছে বাঙালি। নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মরণও করা হয় ভাষা- শহীদদের। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপর যে কে সেই। এখানেই প্রশ্ন ওঠে বরকত, সালাম জাব্বারদের আত্মবলিদানের মূল উদ্দেশ্য কি মনে রেখেছে আত্মবিস্মৃত বাঙালি? নিজের মাকে ভুলে, মাতৃভাষাকে ভুলে কখনোই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি কোন জাতিরই। তাই হে বাঙালি, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' তে আসুন শপথ করি, বাংলা ভাষাকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করি। বাংলাতেই বাঁচবো, বাংলাতেই মরবো।

প্রথম নজর

আজমির শরীফে দোয়া প্রার্থনায় নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়পুর

আপনজন: প্রখ্যাত সূফি খাজা মইনুদ্দিন চিশতী রহ.-এর মাজারকে কেন্দ্র করে রাজস্থানের আজমির শরীফ মুসলিমদের কাছে অন্যতম শ্রদ্ধার জায়গা। দেশের বহু মুসলিম আজমির শরীফের দরগা পরিদর্শন করে তাকেন। মাজার পরিদর্শনের পর সেখানে দোযায় শরীক হন কল্যাণের উদ্দেশ্যে। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবার এক প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়েছিলেন আজমির শরীফ দরগায়।

তার সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আহসানুল করিম, মাওলানা কামরুজ্জামান মিদ্যা, শেখ তামিম আহমেদ প্রমুখ। তারা খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর মাজার জিয়ারত করে দোয়া প্রার্থনা করেন নাবাবিয়া মিশন পরিবারের জন্য।

রাইস মিলের দূষিত জল নিয়ন্ত্রণে বর্ধমানে পরিশোধন প্রকল্প

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: রাজ্যে প্রথম খন্ডঘোষে কৃষ্ণপুর কুকুড়াতে নীলাচল রাইস মিল দূষণ নিয়ন্ত্রনে রাজ্যের প্রথম জল পরিশোধন প্রকল্প তৈরি করে সাড়া জাগালো। রাইস মিলে চাল তৈরির জন্য অনেক দূষিত জল জমতো যেই জল পার্শ্ববর্তী জমিও এলাকাকে দূষণ করে পরিবেশের বারোটা বাজিয়ে দিত। এই রাইস মিলের দূষিত জলকে পরিশুদ্ধ করে কাজে লাগিয়ে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ এলাকার কুকুরা এলাকার নীলাচল রাইস মিল। বিশিষ্ট শিল্পদ্যোগী আব্দুল মালেক তার পুত্র আব্দুল আজিজ আল আমান এবং তার পাটনার সুজয় কোনার মিলে দেশের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিরল প্লান জল পরিশোধন তৈরি করে পথ দেখালো। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিন ধরে রাইস মিলের ছাই ও রাইস মিলের দূষিত জল সাধারণ মানুষের জীবনকে ওষ্ঠাগত করে তুলেছিল। সেই সমস্যার সমাধানে খড়্গপুরের আইআইটির প্রফেসর ডক্টর শীর্ষেন্দু দে, তার চিন্তা ভাবনা ও সাহায্য সহযোগিতায় খণ্ডঘোষে নীলাচল রাইস মিল এই প্লান্ট তৈরি করেছে। চল্লিশ লক্ষ টাকা পেয়ে এটি নির্মিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের মেম্বার সেক্রেটারি রাজেশ কুমার আইপিএস, পশ্চিমবঙ্গ পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র, পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক বিধানচন্দ্র রায়, পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার আমনদীপ ,খন্ড ঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ সহ বহু বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চায়েত সদস্যা পুত্র পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহে এবার পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে মৃত্যু হল পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলের। এলাকায় শোকের ছায়া। পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলেকে পেটের তাগিদে কাজ করতে যেতে হল ভিন রাজ্যে।

পরিবারের সূত্রে জানা গেছে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করে কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে যেতে হল। শুধু তাই নয় তাদের থাকার ভিটেমাটি পর্যন্ত নেই। অন্যের জমিতে কামাত বাড়ি করে থাকেন। মালদার মানিকচক ব্লকের চৌকি তরতাজা যুবক শেখ সাফি আলম (২২) সংসার চালানোর জন্য ভিন রাজ্যে কাজে পাড়ি দেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে বিহারের পাটনায় টাওয়ারের কাজে গিয়েছিল। সেখানে কর্মরত অবস্থায় টাওয়ার থেকে পড়ে মারা যায়। সপ্তাহখানেক আগেই বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে পাটনা গিয়েছিল।সপ্তাহ শেষে নিথর মৃতদেহ ফিরলো গ্রামে। মৃত পরিযায়ী শ্রমিক শেখ সাফি আলমের বাবা শেখ ইস্রাফিল একজন শ্রমিক। বয়সের ভারে কাজ করতে পারেন না। মা রুনা বিবি এবার কংগ্রেসের প্রতীকে চৌকি মিরদাতপুর অঞ্চলের সালাবাতগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সদ্যসা হিসাবে জয়ী হয়েছেন। বাড়িতে রয়েছে বাবা, মা একভাই ও বোন। এত বড় সংসার চলবে কি করে। এই কথা ভেবে সংসারে বোঝা টানার জন্যই চলে যায় টাওয়ারের কাজে।

সিকিমে হঠাৎ ভারী তুষারপাত, আটকে থাকা এ রাজ্যের পর্যটকদের উদ্ধার করল সেনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পূর্ব সিকিমে বুধবার ভারী তুষার পাত হয়। আটকে পড়েছেন রাজ্যের অনেক পর্যটক। উদ্ধারে সেনা নেমেছে। পূর্ব সিকিমে আকস্মিক তুষারপাত, ত্রিশক্তি কোর ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা আনুমানিক ৫০০ জন আটকে পড়া পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার সকালে আকস্মিক প্রবল তুষারপাতের কারণে,পূর্ব সিকিমের নাথুলাতে ৫০০ বেশি পর্যটক সহ আনুমানিক ১৭৫ টি যানবাহন আটকে পড়ে ।ত্রিশক্তি কোরের সৈন্যরা যখন শূন্যের নিচের তাপমাত্রায় গোটা নথুলা সাদা চাদরে মোড়া ঠিক সেই সময় ভারতীয় জওয়ানরা আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার ও সহায়তা দিতে ছুটে যায়। পর্যটকদের নিরাপদে স্থানে পৌঁছাতে সহায়তা করা ও প্রম্পট মেডিকেয়ার , গরম জলখাবার/খাবার এবং নিরাপদ পরিবহন সময়মত সরবরাহ করে। ত্রিশক্তি কোরের , ভারতীয় সেনাবাহিনী সিকিমের সীমান্ত পাহারা দেওয়ার সময়, স্থানীয় প্রশাসন এবং জনগণকে সহায়তা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দরুন জম্মু কাশ্মীরের পাশাপাশি সিকিমে বুধবার থেকে তুষারপাত শুরু হয়েছে। এদিকে আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশের উত্তর পশ্চিম দিকে এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দরুন যে আবহাওয়া পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তাতে বুধ ও বৃহস্পতিবার বঙ্গোপসাগর কিছুটা উত্তাল থাকবে।

সেই সঙ্গে বৃষ্টিপাত শুরু হবে। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ উভয়ে এলাকাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তার সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। বিশেষ করে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ বঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলাতে। এর দরুন সর্ষের ক্ষতি হতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে। একইসঙ্গে বৃহস্পতিবার ঝড়ো হাওয়া বস্ত্রবিদ্য বৃষ্টি পাশাপাশি কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বস্ত্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত এবং ঝড়ের সময় জনসাধারণকে সাবধানতা অবলম্বন করতে খোলা আকাশের নিচে না থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়াবিদরা মনে করছেন পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দরুন এই দুর্যোগ রবিবারের মধ্যে কেটে যাবে।

ভাষা দিবসে সীমান্তের নো-ম্যান্স ল্যান্ডে মিললেন দুই বাংলার নেতারা

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন:আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ভারত-বাংলাদেশের পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্তের নোম্যান্সল্যান্ডে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা । ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, প্রাক্তন এমপি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ ও অন্যরা। অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন, শেখ আফিল উদ্দিন এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান ও শার্শা উপজেলা আওয়ামি লীগের সভাপতি সিরাজুল হক মঞ্জু, বেনাপোল পুরসভার মেয়র মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন, শার্শা উপজেলা আওয়ামি লীগের যুগ্ম সম্পাদক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল ও অন্যরা । যৌথভাবে ওই কর্মসূচি শেষে উভয় দেশের নেতারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান। পেট্রাপোল সীমান্ত গেট থেকে কিছুটা দূরে বনগাঁ পুরসভা, বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি, ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । সেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতের মানুষজন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'আমরা যারা বাঙালি, আমাদের মধ্যে সংস্কৃতির কোনো পার্থক্য নেই । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সঙ্গীত হিসেবে যাকে ঘোষণা করেছেন, সেই ভাষায় বলতে হয়, বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল । পুণ্য হউক পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ।' মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ, বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, প্রাক্তন এমপি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা এ দিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা শহীদদের ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল শেঠ বলেন, 'দুই বাংলা । ওপারের বঙ্গ জননী শেখ হাসিনা, এপারের বঙ্গ জননী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দুই দেশের মেলবন্ধন ।

মাতৃভাষা দিবস পালন হল হিলি সীমান্তে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হলো হিলির আন্তর্জাতিক শূন্যরেখায়। এপার বাংলা ওপার বাংলা, দুই বাংলার বাংলাভাষায় কথা বলা মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং বাংলা ভাষার মহান ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার জন্য সীমান্তের শূন্যরেখায় অমর একুশে শহীদদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা এবং পুষ্পস্তবক বিনিময় করা হয়। বুধবার সকালে হিলি সীমান্তে দুই বাংলার মানুষের ভাষা প্রেমী ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন, ভারতের পক্ষে উজ্জীবন সোসাইটি'র সম্পাদক সূরজ দাশ, মেঘালয় তুরা কমিটি'র আহ্বায়ক নবকুমার দাস, প্রাক্তন শিক্ষক হরিপদ সাহা, সমাজসেবী সংগঠনের সম্পাদক সাইফুল আলম রানা। ওপার বাংলার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জামিল হোসেন, পৌর মেয়র, হাকিমপুর পৌরসভা, জাহিদুল ইসলাম, সম্পাদক সাপ্তাহিক আলোকিত সীমান্ত, মো. লিয়াকত আলী কমান্ডার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শাহিনুর রেজা, ভাইস চেয়ারম্যান, হাকিমপুর সহ আরো অনেকে। এদিনের ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনায় ভারতীয় প্রতিনিধি ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে পুষ্পস্তবক বিনিময়, শহীদদের স্মৃতিতে শহীদ স্মৃতি স্মারক বিনিময় হয় শূন্যরেখায়। এছাড়াও ভাষা শহীদদের স্মরণে একটি বর্ণাঢ্য রালি হিলি শহর পরিক্রমা করে।

পচা গলা দেহ উদ্ধার বাঘমুন্ডি এলাকায়

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: নিখোঁজ ব্যক্তির ঝুলন্ত অবস্থায় পচা গলা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানা এলাকায়। বুধবার সকালে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার ঠুরগা জলপ্রপাতের নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় গাছের ডাল থেকে উদ্ধার হয় এক নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ। জানা যায় প্রায় দেড় মাস পর ওই নিখোঁজ ব্যক্তি পচা গলা অবস্থায় পাওয়া যাই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম গুনধর লাহা (৫৯) বাড়ি বাঘমুণ্ডি থানার মাদলা গ্রামে। গত ৫ জানুয়ারি বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পরে বাড়ির লোক থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন। অবশেষে পচা গলা দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রাজাপুর দারুস সালাম সিনিয়র মাদ্রাসার প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত এবং পঃবঃ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উঃ ২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া এলাকার অন্তর্গত রাজাপুর দারুস সালাম সিনিয়র মাদ্রাসা (ফাজিল)এর প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন ও পুনর্মিলন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বুধবার একগুচ্ছ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা যাচ্ছে বলে জানান রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সদস্য তথা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, পীরজাদা আলহাজ্ব একেএম ফারহাদ। তাঁর বক্তব্যে উক্ত মাদ্রাসার উত্তোরণের কাহিনী ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারে সু-শিক্ষকরা। তাই শিক্ষকদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর বন্দোবস্ত করছে তা অনবদ্য। উক্ত মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্টের মাওঃ মুফতী মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী রাজাপুর দারুস সালাম সিনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বাঙ্গীন মান্নানোয়নে কাজ করে চলেছে। এখান থেকে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী সমাজের সেবা করে চলেছে। অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে তুলতে সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সাধুবাদ যোগ্য। রাজাপুর দারুস সালাম সিনিয়র মাদ্রাসার প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী সরোজ ব্যানার্জি, মাওঃ মুফতী আব্দুল মাতিন, স্থানীয় প্রধান খাদিজা খাতুন, পরিচালনা সমিতির সভাপতি নাসিরউদ্দিন মন্ডল, সম্পাদক মাওঃ মোঃ সফিউল্লাহ, সমাজকর্মী রনি,আশিক বিল্লাহ,সহকারী সুপার মাওঃ মোঃ শামসুল আলম, সহশিক্ষক মাওঃ সাইফুল ইসলাম, মাওঃ সাইফুল ইসলাম, লোপামুদ্রা পাল, মাওঃ মোঃ ফিরোজ আহমেদ মন্ডল, সানিয়া সুলতানা, দেবরাজ চক্রবর্তী, মাওঃ হাসানুজ্জামান বিকাশ কুমার দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

জোরে মাইক বাজানোর প্রতিবাদ করায় কোপ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

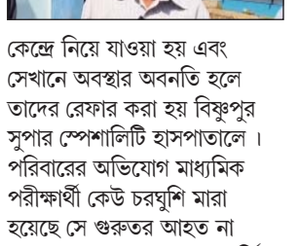

আপনজন: একদিকে চলছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, এলাকায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে মাইক বাজানো, প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞাকে উড়িয়ে দিয়ে গতরাতে পাত্রসায়ের থানার কান্তর গ্রামে সরস্বতী পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য উচ্চস্বরে মাইক বাজানোর অভিযোগ উদ্যোক্তাদের।

পাশেই ছিল এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাড়ি পরীক্ষার্থীর পরিবারের লোকজন মাইক বাজানো বন্ধ করতে বলায় স্থানীয় দুই ব্যক্তি চড়াও হয় পরীক্ষার্থীর পরিবারের লোকজনের ওপর । অভিযোগ ব্যাপক মারধর করা হয়েছে এমনকি কাটারির কোপ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । ঘটনায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরিবারের তিন জনা গুরুতর আহত হন । প্রথমে তাদের পাত্রসায়র ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাদের রেফার করা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে । পরিবারের অভিযোগ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কেউ চরঘুশি মারা হয়েছে সে গুরুতর আহত না হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি । ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পাত্রসায় থানায় । তদন্তে নেমে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ অভিযুক্ত কৃষ্ণপদ ঘোষ , ধিরু ঘোষ নামের দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এবং আজ তাদের তোলা হয় বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে ।

চাইল্ড মিশনে মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বেড়াচাঁপার নূরে আলম চাইল্ড মিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হয়। সকালে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রভাত ফেরীর আয়োজন করা হয়। ভাষা শহিদদের স্মরণে মাতৃভাষাকে গুরত্ব দিয়ে লিখিত বিভিন্ন প্লাকার্ড হাতে মিশনের শিক্ষার্থীরা । মিশনের প্রধান শিক্ষিকা রেহেনা পারভীন বলেন, এই দিনটিকে স্মরণ রেখে আমরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রভাতফেরীর আয়োজন করি। পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তি, অঙ্কণ, ক্যুইজ প্রতিযোগীতা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিশু বয়স থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আমাদের এই আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন মিশনের ডাইরেক্টর আব্দুর রহমান, সভাপতি শহিদ বিশ্বাস প্রমুখ।

ফুরফুরায় মাতৃভাষা দিবস

সেখ আবদুল আজিম ● ফুরফুরা

আপনজন: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ফুরফুরা শরীফের মোল্লাপাড়ায় আল আমিন শিক্ষা কেন্দ্রে ফুরফুরা শরীফ বালিকা মাদ্রাসা ও শামসুল উলামা গোলাম সালমানী একাডেমীর সহযোগিতায় এক অনুষ্ঠানে ভাষা শহীদ স্মরণ, আলোচনা সভা, গুণীজন সংবর্ধনা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, খাদ্য সামগ্রী,বস্ত্র সামগ্রী, শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন,আল বেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন -এর সভাপতি হাফেজ মাওলানা আবু আফজাল জিন্না। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী "একুশে ভাষা আওয়ার্ড -২০২৪ "স্মারক তুলে দেন,আবু আফজাল জিন্না ও মোল্লা আবিদুর রহমানকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আমবাগান থেকে তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সামসেরগঞ্জে আমবাগান থেকে বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার। মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নামোচাচন্ড এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় বোমাগুলো।

বিষয়টি জানাজানি হতেই বুধবার সকাল থেকেই এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে বোমা রাখার স্থান'টি ঘিরে রাখে পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াড টিমকে। পরে বোম স্কোয়াড টিম এসে বোমা গুলো নিস্ক্রিয় করে। কে বা কারা আমবাগানের ভেতরে বোমাগুলো বালতিতে মজুত রেখেছিল তার তদন্ত করে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিকে যে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই পুলিশের তৎপরতায় বোমা উদ্ধারের প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষ। এ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

মাতৃভাষা দিবস সালার থানার বাবলা গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সালার

আপনজন: ২১ শে ফেব্রুয়ারিত আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার বাবলা গ্রামে ভাষা শহিদ আবুল বরকতের স্মরণ এ ভাষা দিবস পালন করা হয়। ৩ দিন ব্যাপি এই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নৃত্য, গান, আবৃত্তি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিন। একটি রক্তদান শিবের আয়োজন ও করা হয় ভাষা দিবস উপলক্ষে। বিধায়ক থেকে জেলা পরিসদের কর্মাধক্ষ এবং অন্যান্য গুণিজন ও বিশিষ্ট রা উপস্থিত ছিলেন এদিনের এই অনুষ্ঠানে। মানবাধিকার সংগঠন The C.P.D.R এর পক্ষ থেকে এদিন The C.P.D.R এর সম্পাদক আবুল হাসান আল মামুন ভাষা শহিদের গ্রামে যান, তিনি ঘুরে দেখেন তার বাসভবন ও বরকতের স্মৃতির উদ্দেশ্য নির্মিত বরকত ভবন। এদিন আবুল হাসান আল মামুন সকল কে ভাষা দিবস এর শুভেচ্ছা জানান।

ওভারলোডের ফলে আবারো পথ দুর্ঘটনা

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: ওভারলোডে ফলে আবারো পথ দুর্ঘটনা ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পাট ভর্তি চারচাকা গাড়ি, কোনরকমে প্রাণী বাঁচলেন ড্রাইভার ও খালাসী। জানা যায়,বুধবার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে একটি চারচাকা গাড়ি গাড়ি নবগ্রামের সুকি এলাকা থেকে পাট লোড করে পলসন্ডা এলাকায় একটি মিলে যাবার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পলসন্ডা মোড় ট্রাফিক মোড়ে উল্টে যায় । ঘটনায় আহত হয় গাড়িতে থাকা খালাসী, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নবগ্রাম থানার পুলিশ এসে আহত খালাসিকে উদ্ধার করে পলসন্ডা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়, ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন ডাইভার ও খালাসী নবগ্রাম থানার পুলিশ এসে গাড়িটি উদ্ধার করে।

দাওয়াত
الدعوة

- শবে বরাতের তাৎপর্য
- সব সময় এই দোয়া করা যায়
- ঈমানদার ব্যক্তির প্রথম দায়িত্ব
- ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

শবে বরাতের তাৎপর্য

ইমদাদুল হক শেখ

শবে বরাত নামটি একটি ফার্সি ও একটি আরবি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। ‘শব’ শব্দটি ফার্সি, অর্থ রাত, ‘বারাআত’ শব্দটি আরবি, অর্থ মুক্তি। দুটি মিলে অর্থ হয় ‘মুক্তির রাত’। যেহেতু এই রাতে অগণিত মানুষের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং বহু জাহান্নামিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাই এই রাত শবে বরাত বা মুক্তির রাত নামে পরিচিত। হাদিস শরিফে রাতটি ‘লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান’ (অর্ধ শাবানের রাত তথা ১৪ শাবানের দিবাগত রাত) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘আল্লাহ তাআলা অর্ধ শাবানের রাতে (শবে বরাতে) তার সৃষ্টির প্রতি মনযোগী হন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।’ (ইবনে হিব্বান :৫৬৬৫)

অন্য এক হাদিসে আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, একবার রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাজে দাঁড়ালেন এবং এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, আমার আশঙ্কা হলো তার হয়তো ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সিজদা থেকে উঠলেন এবং নামাজ শেষ করে বললেন, হে আয়েশা! অথবা বললেন, ওহে হুমায়রা! তোমার কি এই আশঙ্কা হয়েছে যে আল্লাহর রসুল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার দীর্ঘ সিজদা থেকে আমার আশঙ্কা হয়েছিল আপনি ইন্তেকাল করেছেন কি না। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রসুলই ভালো জানেন। তিনি তখন বললেন, ‘এটা হলো অর্ধ শাবানের রাত। আল্লাহ তাআলা অর্ধ শাবানের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি মনোযোগ দেন, ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।’ (বায়হাকি : মুরসাল হাদিস)

উল্লিখিত হাদিসসমূহ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, এই রাত অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নির্দিষ্টতা নেই, বরং এই রাতে এমন সব নেক আমল করা উচিত, যার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভ করা যায়। তাই এই রাতে আমরা নিম্নোক্ত আমলসমূহ করতে পারি।

এক. দীর্ঘ কিরাত, রুকু ও সিজদাহর মাধ্যমে নফল নামাজ আদায় করা। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনির্ভরযোগ্য কিছু বই-পুস্তকে নফল ইবাদতের বিভিন্ন নিয়মের কথা লেখা আছে যেমন– বারো বা বিশ রাকাত নামাজ পড়তে হবে, প্রতি রাকাতে ‘সুরা ইখলাস’ পড়তে হবে। অথচ সহিহ হাদিসে শবে বরাত, শবে কদর বা অন্য কোনো ফজিলতপূর্ণ রাতে এসব বিশেষ পদ্ধতির কোনো নামাজ প্রমাণিত হয়নি।

দুই. বেশি বেশি ইস্তেগফার করা এবং আল্লাহর কাছে বিশেষ রহমত প্রার্থনা করা। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবিজি (স.) এই রাতে মদিনার কবরস্থান ‘জান্নাতুল বাকি’তে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করতেন। তিনি আরো বলেন, ‘নবিজি (স.) তাকে বলেছেন, এই রাতে বনি কালবের ভেড়া-বকরির পশমের (সংখ্যার পরিমাণের) চেয়েও বেশিসংখ্যক গুনাহগারকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। (তিরমিজি :৭৩৯)

তিন. তওবা করা। তওবা হলো–১. কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। ২. সঙ্গে সঙ্গে এই পাপকর্ম পরিহার করা। ৩. ভবিষ্যতে এই পাপকাজ আর করব না মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। ৪. বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে তার হক আদায় করে কিংবা ক্ষমা চেয়ে দায়মুক্ত হওয়া। ৫. কোনো ফরজ-ওয়াজিব ছুটে গিয়ে থাকলে মাসআলা অনুযায়ী তার কাজা কাফফারা আদায় করা। অতঃপর আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা এবং অন্তর থেকে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

চার. অন্তরকে হিংসা ও শিরক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা এই সাধারণ ক্ষমার রাতেও ক্ষমা লাভ করতে পারে না। যতক্ষণ না সে তওবা করে ফিরে আসে। হাদিসের আলোকে এরা হলো–১. আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অংশীদার স্থাপনকারী মুশরিক। ২. হিংসুক। ৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। ৪. যে পুরুষ টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরতে অভ্যস্ত। ৫. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান। ৬. মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি। ৭. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী। (মুসনাদে আহমাদ ৬৬৪২)

কিছু কুসংস্কারমূলক কাজ হলো–১. আতশবাজি, পটকা ইত্যাদি ফোটানো ও তারাবাতি জ্বালানো। ২. মসজিদ, ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও অন্যান্য জায়গায় আলোকসজ্জা করা। ৩. হালুয়া-রুটি, খিচুড়ি পাকানো এবং এই আয়োজনকে এ রাতের বিশেষ কাজ মনে করা এবং মসজিদে হইচই ও শোরগোল হয়। ইবাদত করার পরিবেশ নষ্ট হয় এবং এসবের পেছনে পড়ে এই রাতের তওবা-ইস্তেগফার, নফল ইবাদত ইত্যাদি ছুটে যায়। (আল মাদখাল লি ইবনিল হাজ্জ, ১/২৯৯) ৪. দলবদ্ধ হয়ে কবর জিয়ারাতের নামে বিভিন্ন কুসংস্কার বা প্রথা পালন করা।

ঈমানদার ব্যক্তির প্রথম দায়িত্ব

রিদওয়ান আকবর

ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ থেকে রাষ্ট্র–একজন ব্যক্তি সর্বত্র দায়িত্ববান। একজন ব্যক্তিকে তার নিজের প্রতি দায়িত্ব ও করণীয় আছে। আছে পরিবারের প্রতি দায়, অতঃপর সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিও আছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই সবার আগে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য পরখ করে প্রথমে নিজেকে শাসন করা এবং সঠিক পথে পরিচালিত করা একজন ব্যক্তির প্রথম দায়িত্ব। ঈমানদান ব্যক্তির শিরক-বিদআত ও পাপাচার থেকে মুক্ত হয়ে সাধ্যমতো দ্বিন প্রতিষ্ঠা করা প্রথম ঈমানি দায়িত্ব। পরিবারকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করা পরিবারপ্রধান হিসেবে ব্যক্তির দ্বিতীয় দায়িত্ব। কেননা প্রত্যেক পরিবারপ্রধান তাঁর পরিবারের দায়িত্বশীল।

অন্যরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদাররা! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।’ (সুরা : তাহরিম, আয়াত : ৬)

অতঃপর সমাজে দ্বিনের প্রচার করা ব্যক্তির তৃতীয় দায়িত্ব। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, ‘যাতে তুমি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদের ভয় প্রদর্শন করো...।

শাবান মাসে বেশি রোজা রাখা সুন্নত

মুহাম্মাদ রাহাতুল ইসলাম

ইসলামে বিশেষ ফজিলত ও মর্যাদাপূর্ণ একটি মাস হলো শাবান। এটি চান্দ্রবর্ষের অষ্টম মাস। এটি নফল রোজার মাস। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসে বেশি বেশি নফল ইবাদত ও নফল রোজা আদায় করতেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) শাবান মাসের চেয়ে বেশি নফল রোজা অন্য কোনো মাসে রাখতেন না। নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ণ শাবান মাস রোজা রাখতেন। (বুখারি, হাদিস : ৪৩, ১১৩২; মুসলিম, হাদিস : ৭৪১)

অন্য বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে শাবান মাসের মতো অন্য কোনো মাসে এত বেশি (নফল) রোজা পালন করতে দেখিনি। কিছু অংশ ছাড়া এ মাসের পুরোটা, বরং প্রায় পুরো মাস তিনি (নফল) রোজা রাখতেন। (তিরমিজি, হাদিস : ৭৩৭)

শাবান মাসে মানুষের বাৎসরিক আমল মহান আল্লাহর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। উসামা বিন জায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনাকে শাবান মাসে যত সিয়াম পালন করতে দেখি তত অন্য কোনো মাসে তো রাখতে দেখি না (এর রহস্য কী)? জবাবে তিনি বলেন, এটা তো সেই মাস, যে মাস সম্পর্কে মানুষ উদাসীন, যা হলো রজব ও রমজানের মধ্যে। আর এটা তো সেই মাস, যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের কাছে আমল পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে সিয়াম রাখা অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর কাছে) উপস্থাপন করা হোক। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ২১৭৫৩, নাসাঈ, হাদিস : ২৩৫৭)

শাবান মাসের রোজা হলো রমজান মাসের রোজার প্রস্তুতি। এই মাসে কিছু কিছু রোজা রেখে অভ্যস্ত হয়ে গেলে রমজানের পুরো মাস রোজা রাখা সহজ হয়।

অর্থ বুঝলে নামাজে অন্য চিন্তা আসে না

ফেরদৌস ফয়সাল

নামাজে আমরা যা বলি, তার অর্থ যদি জানা থাকে, তাহলে নামাজে অন্য চিন্তা মাথায় আসবে না। নামাজে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকবিরে তাহরিমার সময় দৃষ্টি সেজদার জায়গায় রাখতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায়ও দৃষ্টি সেজদার জায়গায় রাখতে হবে। এরপর রুকু অবস্থায় দৃষ্টি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে; পুনরায় দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার জায়গায়; সিজদা অবস্থায় দৃষ্টি নাকের আগায়; বসা অবস্থায় দৃষ্টি নাভিতে রাখতে হবে। সালাম দেওয়ার সময় দৃষ্টি কাঁধে নিবদ্ধ থাকবে। এভাবে নামাজ আদায় করলে মনোনিয়ন্ত্রণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। নামাজের প্রকৃত উদ্দেশ্যও সফল হবে। নামাজে দাঁড়িয়েই প্রথমে আমরা বলি ‘আল্লাহু আকবার’–অর্থ আল্লাহ মহান! তারপর সানা পড়ি: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র, তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তোমার নাম বরকতময়, তোমার গৌরব অতি উচ্চ, তুমি ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নাই।’ তারপর আমরা শয়তানের প্রতারণা থেকে আশ্রয় চাই এবং বলি, ‘আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম।’ অর্থ: বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর পবিত্র নাম দিয়ে তাঁর দয়া-করুণার গুণ দিয়ে নামাজ এগিয়ে নিয়ে যাই।

বলি, ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।’ অর্থ: ‘পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।’ এরপর আমরা সুরা ফাতিহা দিয়ে নামাজ শুরু করি। সুরা ফাতিহায় আমরা যখন বলি, ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন (সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহর জন্যই)।’ তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হামিদা নি, আবদি (আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল)।’ অতঃপর আমরা যখন বলি–‘আর রাহমানির রাহিম (তিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু)’ তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আছনা আলাইয়া আবদি (আমার বান্দা আমার বিশেষ প্রশংসা করল)।’ এরপর যখন আমরা বলি, ‘মালিকি ইয়াওমিদ্দিন (তিনি বিচারদিনের মালিক)।’ তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মাজ্জাদানি আবদি (আমার বান্দা আমাকে সম্মানিত করল)।’ এরপর আমরা যখন বলি, ‘ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়িন (শুধু আপনারই ইবাদত করি আর শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই)।’ তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হাজা বাইনি ওয়া বাইনা আবদি (এই ফয়সালাই হলো আমার ও আমার বান্দার মধ্যে–বান্দা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করবে, আমি তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করব)।’ আমরা যখন বলি, ‘ইহদিনাছ ছিরাতল মুস্তাকিম, ছিরাতল্লাজিনা আনআমতা আলাইহিম, গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লিন! (আমাদের সঠিক পথ দেখান, তাদের পথ যাদের আপনি নিয়ামত দিয়েছেন; তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট; আর না যারা অভিশপ্ত)।’ তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘লিআবদি মা ছাআল (আমার বান্দা যা চায়, তার জন্য তা-ই)।’ (সহিহ মুসলিম, ৩৯৫)

এরপর আমরা অন্য একটি সুরা মেলাই। আমরা রুকুতে আল্লাহর প্রশংসা করি এবং ক্ষমা চাই। বলি: সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম। অর্থ: ‘আমার মহান রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি।’ রুকু থেকে উঠে বলি, ‘সামি আল্লাহ হুলিমান হামিদা।’ অর্থ: আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে। তারপরই আমরা আবার আল্লাহর প্রশংসা করে বলি, ‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’, অর্থ: হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা কেবল তোমারই। তারপর আমরা সিজদায় গিয়ে বলি: সুবহানা রাব্বিয়াল আলা, অর্থ: ‘আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এভাবে নামাজ শেষে, মধ্য (দুই রাকাত, চার রাকাত ভিত্তিতে) বৈঠক আর শেষ বৈঠকে তাশাহুদে, আল্লাহর প্রশংসা করি।’ তাশাহুদে যা পড়ি তার অর্থ: ‘সকল তাজিম ও সম্মান আল্লাহর জন্য, সকল সালাত আল্লাহর জন্য এবং সকল ভালো কথা ও কর্মও আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ওপরে এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল।’ দরুদে যা পড়ি তার অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপভাবে আপনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত সম্মানিত।’ দোয়া মাসুরায় যা পড়ি তার অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আমার ওপর অত্যধিক জুলুম করেছি, গুনাহ করেছি এবং তুমি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা একমাত্র তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আমার প্রতি রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু।’ দুই কাঁধে সালাম দিয়ে আমরা নামাজ শেষ করি।

সূরা লোকমানে ৯টি উপদেশ

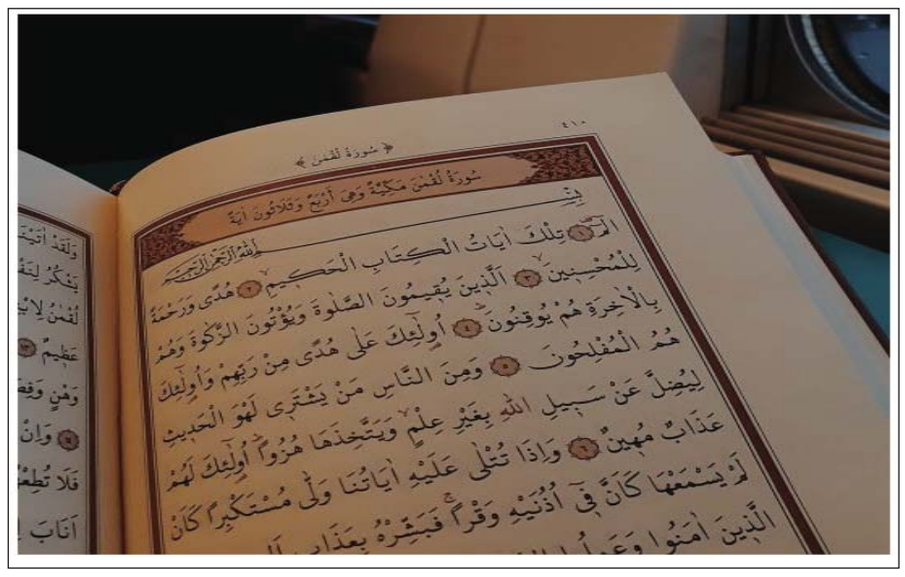

ফয়সাল

সূরা লোকমান পবিত্র কোরআনের ৩১তম সূরা। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৪ রুকু, ৩৪ আয়াত। যারা নামাজ পড়ে, জাকাত দেয় এবং পরলোকে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য পবিত্র কোরআন একটি একক কিতাব ও পথনির্দেশক। লোকমান হাকিম একটি পরিচিত নাম। লোকমান স্বীয় পুত্রের প্রতি আল্লার একত্ব বা তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার, মা-বাবার সেবা, নামাজ আদায়, জাকাত প্রদান ও বিপদে ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। অহংকার না করা, সংযতভাবে চলাফেরা এবং নম্রভাবে কথা বলার জন্য উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে, গলার আওয়াজের মধ্যে গর্দভের গলাই সবচেয়ে শ্রুতিকটু।

লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন। উপদেশগুলো বদলে দিতে পারে জীবনে চলার ধরন।

উপদেশ-১: আল্লাহর কোনো শরিক কোরো না । আল্লাহর শরিক করা তো চরম সীমালঙ্ঘন।

উপদেশ-২: নামাজে দাঁড়ালে অন্তরের হেফাজত করা। নামাজে দাঁড়ালে তখন মনকে স্থির রাখা কষ্ট হয়ে পড়ে। ধরা যাক কোনো একটা জিনিস হারিয়ে ফেলেছেন। অনেক খুঁজেও পাননি। দেখা যায়, নামাজে দাঁড়াতেই মনে পড়ে, জিনিসটা অমুক জায়গায় শয়তান মনকে স্থির থাকতে দেয় না। নামাজে দাঁড়ালেই সারা দিনের হিসাব কষে। নামাজে দাঁড়ালে কাজের রুটিন তৈরি করে। লোকমান হাকিম বলেন, নামাজের সময় অন্তরের হেফাজত কর।

উপদেশ-৩: খাবার ধীরেসুস্থে খাওয়া। তাড়াহুড়ো করে খাবার খেতে গিয়ে গলায় আটকে যায় অথবা খাবার ওপরে উঠে নাক জ্বালাপোড়া করে। একটু অসতর্কতায় বড় বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে। এজন্য লোকমান হাকিম খাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করেছেন।

উপদেশ-৪ : অন্যের ঘরে গিয়ে এদিক-ওদিক না তাকানো। এ অভ্যাস থাকলে দূর করা উচিত। লোকমান হাকিম বললেন, অন্যের ঘরে যেন চোখের হেফাজত করে। আপনার জন্য তারাও যেন লজ্জিত না হয় আপনিও যাতে লজ্জিত না হন।

উপদেশ-৫: কথা বলা বা ভাষণ দেওয়ার সময় নিজেকে সংযত রাখা। অসতর্কভাবে কথা বললে বিপদ হতে পারে। বেশি কথা বললে নিজের মর্যাদার হানী হয়।

উপদেশ-৬: মৃত্যুকে এক মুহূর্তের জন্যও না ভুলে যাওয়া। মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখা। কারণ যে কোনো সময় মৃত্যু চলে আসতে পারে।

উপদেশ৭: আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহ বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কোরো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫২)। যার অন্তরে সব সময় আল্লাহর জিকির থাকবে, যার জিভ সব সময় আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকবে, আল্লাহ তাঁকে প্রিয় বান্দাদের কাতারে শামিল করে নেবেন।

উপদেশ-৮ : কারো উপকার করলে সেটা একেবারের জন্য ভুলে যাওয়া । কেউ কারও কাছে সহজে হাত পাতে না; অভাবে পড়ে কিংবা বিপদে পড়ে মানুষ সাহায্য চায়। উপকার করলে তা নিয়ে খোঁটা দেওয়া যাবে না।

উপদেশ-৯ : কেউ আঘাত দিয়ে থাকলে ভুলে যেতে হবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম কাজের শুরুতে

সফিউল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে সব শুরু করা সুন্নত। কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, এটা মুস্তাহাব। ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি হলো, প্রত্যেক ভালো কাজ 'বিসমিল্লাহ'বলে শুরু করা উচিত। আবু দাউদে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কাজ বিসমিল্লাহ ছাড়া আরম্ভ করা হয়, তাতে কোনো বরকত থাকে না।' বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমের সঙ্গে আল্লাহর নামের সম্পর্ক রয়েছে। আর কোরআন তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম এবং বিসমিল্লাহ দুটোই পাঠ করা সুন্নত। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এর সরল বাংলা অর্থ, পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহতায়ালার নামে শুরু করছি। পবিত্র কোরআনের সুরা তাওবা ছাড়া সব সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ ছাড়া হজরত নুহ (আ.)-কে জাহাজে আরোহণের আদেশ দিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ করো আল্লাহর নামে। এর চলা ও থামার নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ।' (সুরা হুদ, আয়াত: ৪১)।

আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক কথা বা কাজ যা আল্লাহর নাম ছাড়া শুরু করা হয়, তা লেজবিহীন বা অসম্পূর্ণ (বরকতশূন্য)।' (মুসনাদে আহমাদ, ১৪/৩২৯)

চিঠিতে বা বাণীতে প্রথম বিসমিল্লাহ লিখেছেন হজরত সুলাইমান (আ.)। রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রথম জীবনে 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখতেন, এরপর কিছুদিন 'বিসমিল্লাহির রহমান' লিখেছেন। সুরা নামলে বিসমিল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাক্য নাজিল হওয়ার পর থেকে তিনি সেটা লেখারই প্রচলন করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) সমকালীন রাজা-বাদশাহদের কাছে বিসমিল্লাহ লেখা চিঠি পাঠিয়েছেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রেও পুরো বিসমিল্লাহ লিখতে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কাফেরদের আপত্তির কারণে পরবর্তীতে 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লেখা হয়। (তাফসিরে রূহুল মাআনি; আহকামুল কোরআন লিল জাস্সাস, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৮)

ঐতিহাসিক মদিনার সনদেও 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পুরাটা লেখা হয়েছিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা. ২২৩)

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'যেসব প্রাণীর ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তোমরা সেগুলো ভক্ষণ করো না। কারণ তা গোনাহ।' (সুরা আনআম, আয়াত: ১২১)

হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খাওয়া শুরু করে, তখন সে যেন বিসমিল্লাহ বলে। আর যদি সে (খাওয়ার শুরুতে) বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে সে যেন বলে, বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু। (আবু দাউদ, হাদিস: ৩,৭৬৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৫,১০৬)

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

সালমান একটি অনন্য দক্ষতা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি বাইজেন্টাইন-পার্সিয়ান যুদ্ধের একজন অভিজ্ঞ সৈনিক ছিলেন, যা ছিল তার শক্তি।

অবরোধ

মক্কার বাহিনী তার পথ অবরুদ্ধকারী একটি ভয়ঙ্কর পরিখার মুখোমুখি হয়ে অফ-গার্ডে ধরা পড়েছিল এবং কী করবে তা নিশ্চিত ছিল না। মুসলিমরা পরিখা থেকে অপসারিত মাটি একটি ঢিবি তৈরির জন্য ব্যবহার করেছিল এবং মক্কাবাসীদের অতিক্রম করতে বাধা দেয়ার জন্য এটির উপরে অবস্থান নিয়েছিল।

দু'টি বাহিনী একে অপরের দৃষ্টিগোচরে থাকায়, মক্কাবাসীরা মুসলমানদেরকে কটূক্তি করছিল, তাদের বাইরে এসে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছিল। (একটি গর্তের পেছনে থেকে যুদ্ধ করছো? আমাদের পূর্বপুরুষরা কি পরিখা খনন করে তাদের মধ্যে লুকিয়েছিলো, যুদ্ধ করতে ভয় পাও? তুমি আরব বা যোদ্ধা নও!) মুসলমানরা মাঝে মাঝে কটূক্তির জবাব দেয়। মক্কাবাসী পশ্চিমের প্রবেশদ্বার নিয়ন্ত্রণকারী ইহুদি উপজাতিদের সাথে আলোচনা করে মদিনায় অন্য পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি।

কম সাপ্লাই এবং অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা, ধূলিঝড়, এক মাস অবরোধের পর সৈন্যদের মনোবল কমে যায়, সেনাবাহিনী পিছু হটে। প্রকৃতপক্ষে তারা যুদ্ধ ছাড়াই মক্কায় ফিরে যায়।

শান্তি

মুহাম্মদ সা:-এর মুসলিম এবং অমুসলিম লেখকদের কিছু জীবনীতে যুদ্ধের উপর ব্যাপকভাবে ফোকাস করা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ নবীজীর জীবনের একেবারে একটি সংক্ষিপ্ত অংশ দখল করেছিল।

চলবে

মুহাম্মদ সা: তার সন্তান এবং নাতি-নাতনীদের সাথে একটি স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন যাপন করেন এবং তাঁর সরল অনাড়ম্বরতা এবং আন্তরিক সান্নিধ্যের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে প্রিয় ছিলেন।

এমনকি মুহাম্মদ সা: যখন যুদ্ধে ছিলেন, তখনও এটি ছিল একান্তভাবে শেষ অবলম্বন হিসেবে এবং শান্তি আনার উদ্দেশ্যে তাতে জড়িত হওয়া। এভাবে তিনি খন্দকের যুদ্ধের এক বছর পরে মক্কাবাসীদের সাথে শান্তি স্থাপন করেছিলেন।

কুরাইশরা বিস্মিত হয়েছিল যখন মুহাম্মদ সা: হজ পালনের জন্য মক্কার দিকে রওনা হন এবং তারা এ ব্যাপারে কী করবেন তা বুঝতে পারছিল না।

একদিকে তারা কাউকে কাবা পরিদর্শন করতে বাধা দিতে পারে না আর একই সাথে নবী সা,কে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতেও আগ্রহী ছিল না।

কুরাইশরা তিনি কাবাতে যাওয়ার আগে তাঁর পথ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা মুসলিমদের অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা ছিল।

মুহাম্মদ সা: পথ পরিবর্তন করে, মক্কা থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে হুদাইবিয়াতে গিয়ে কী ঘটছে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

(ক্রমশ...)

সব সময় এই দোয়া করা যায়

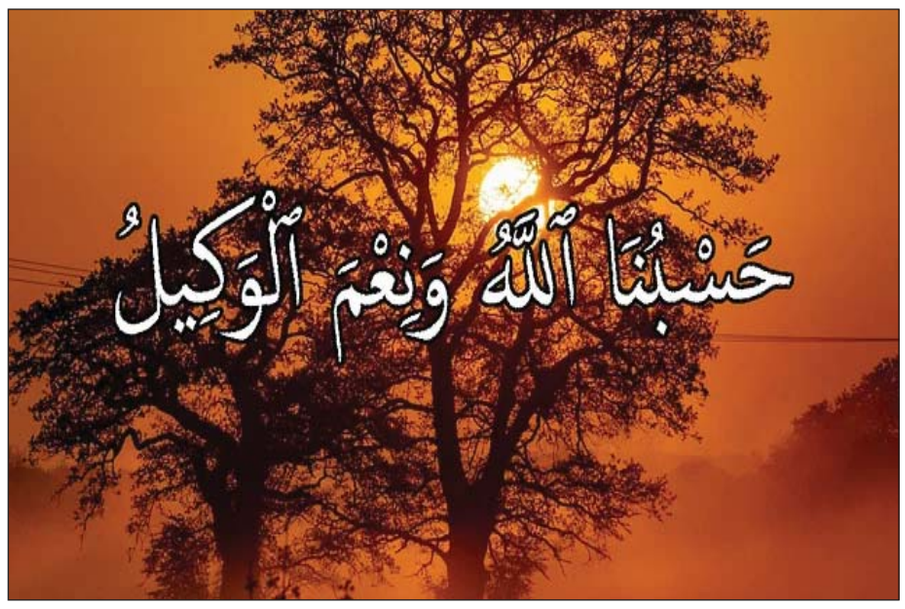

রফিকুল ইসলাম

পবিত্র কোরআনে সুরা আলে ইমরানের ১৭৩ নম্বর আয়াতের অংশ 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল।' অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো মুসলিমরা প্রথমবারের মতো জানতে পারে তাদের বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যযাত্রা, মক্কার কুরাইশদের এক হাজার সদস্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে আগমন সব তথ্য মুসলিমরা পাচ্ছিল। মুসলিমরা বদরের ময়দানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেও তাদের তখনো প্রস্তুতি চলছিল।

এ অবস্থায় সাহাবিদের মানসিকতা কেমন ছিল, আল্লাহ সে প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলেন,

'তাদেরকে লোকে বলেছিল যে তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো । তখন এ তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল আর তারা বলেছিল 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩)

এটি পড়ার কথা সহিহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। রাসুল (সা.) মুশরিকদের হামলা হবে, এমন খবর শুনে হামরাউল আসাদ নামক জায়গায় দোয়াটি পাঠ করেন। (বুখারি, হাদিস: ৪৫৬৩)

'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল, নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির।' এই দোয়া জিকির যেকোনো সময় করা যায়। অসুস্থ বা উদ্বিগ্ন অবস্থায়, কোনো ক্ষতির আশঙ্কায় অথবা শত্রুর হাত থেকে মুক্তির জন্য এ দোয়া বিশেষ কার্যকর। এই দোয়ায় আল্লাহর কাছে সরাসরি কিছু চাওয়া হয় না। আল্লাহই যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী। অন্য দোয়ার মতো আল্লাহর কাছে কোনো আবেদন করা হয় না। দোয়াটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোতে এই দোয়া পড়তেন।

হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে যখন অবিশ্বাসী অত্যাচারী শাসক নমরুদ আগুনে নিক্ষেপ করে, তখন তিনি পড়েন 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল'। যার ফলে আল্লাহ হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন।

এখানে আল্লাহকে ওয়াকিল বলা হয়েছে। ওয়াকিল মানে হলো অভিভাবক। মানুষ যখন আল্লাহর হাতে নিজেদের কোনো সংকটকালীন মুহূর্তে সোপর্দ করে, তখন আল্লাহ নিজেই তাদের হেফাজত করা এবং সমস্যা সমাধান করার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে সুরা তওবার ৫৯ নম্বর আয়াতে আছে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ওদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে যদি ওরা তুষ্ট হতো, তাহলে বলা হতো আর যদি বলত আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই শিগগিরই নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদের দান করবেন ও তাঁর রাসুল দান করবেন; আমরা আল্লাহরই ভক্ত। (সুরা তওবা, আয়াত: ৫৯)

আবার সুরা তওবার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলো আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি আর তিনি মহা আরশের অধিপতি।' (সুরা তওবা, আয়াত: ১২৯)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন–হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। ফলে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে পড়েছিল।

মুহাম্মদ (সা.) তখন বলেছিলেন, 'যখন লোকেরা বলেছিল, (কাফির) লোকেরা তোমাদের মোকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে। ফলে তোমরা তাদের ভয় করো। কিন্তু এ কথা তাদের ইমান বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল–হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।' সাহাবিরা এই দোয়া আমল করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময়। যখন সাহাবিরা জানতে পারলেন ১০ হাজার সেনা এসে মদিনা শহরকে ঘেরাও করতে যাচ্ছে, তখনো তাঁরা আল্লাহর কাছে এই বলে সাহায্য কামনা করেছিলেন–হাসবুনাল্লাহি ওয়া নিমাল ওয়াকিল। (বুখারি: ৪৫৬৩-৪৫৬৪)

তিরমিজি শরিফে একটি হাদিস আছে। হাদিসটি যে পরিচ্ছেদে আছে, তার নাম হলো, 'বিপদে আপনি যা করবেন।' অর্থাৎ বিপদে পড়া অথবা বিপদের আশঙ্কা থাকে, তখন করণীয় কী? হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কেমন করে হাসিখুশি থাকব, অথচ শিঙাওয়ালা (ইসরাফিল ফুৎকার দেওয়ার জন্য) শিঙা মুখে ধরে আছেন। আর তিনি কান লাগিয়ে আছেন যে তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ করা হবে এবং তিনি ফুৎকার দেবেন।' এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এমনটি দেখে মহানবী (সা.) তাঁদের বললেন, 'তোমরা বলো, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল।' অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক। (তিরমিজি: ২৪৩১, ৩২৪৩

আজান এল কেমন করে

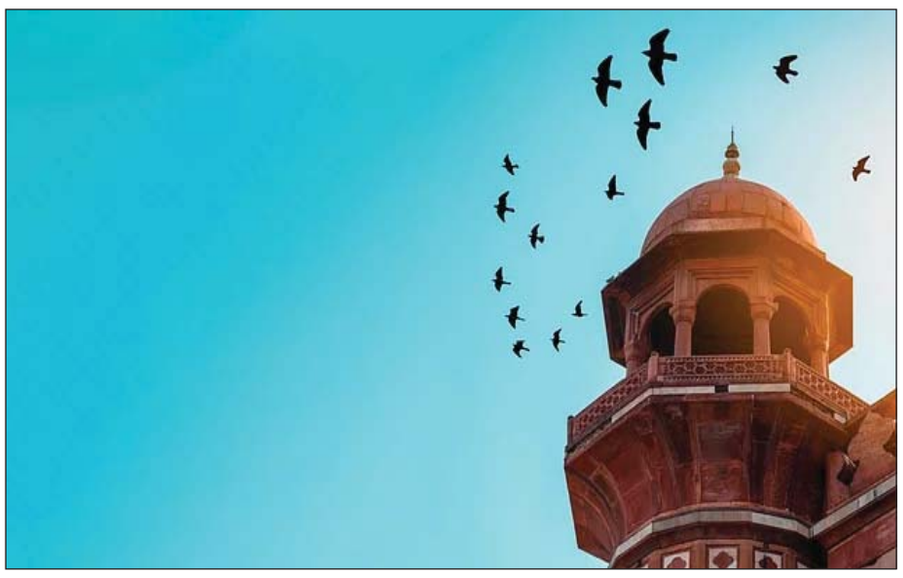

হাবিবা আক্তার

পবিত্র কোরআনে সুরা আলে ইমরানের ১৭৩ নম্বর আয়াতের অংশ 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল।' অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো মুসলিমরা প্রথমবারের মতো জানতে পারে তাদের বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যযাত্রা, মক্কার কুরাইশদের এক হাজার সদস্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে আগমন সব তথ্য মুসলিমরা পাচ্ছিল। মুসলিমরা বদরের ময়দানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেও তাদের তখনো প্রস্তুতি চলছিল।

এ অবস্থায় সাহাবিদের মানসিকতা কেমন ছিল, আল্লাহ সে প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলেন,

'তাদেরকে লোকে বলেছিল যে তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো । তখন এ তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল আর তারা বলেছিল 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩)

এটি পড়ার কথা সহিহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। রাসুল (সা.) মুশরিকদের হামলা হবে, এমন খবর শুনে হামরাউল আসাদ নামক জায়গায় দোয়াটি পাঠ করেন। (বুখারি, হাদিস: ৪৫৬৩)

'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল, নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির।' এই দোয়া জিকির যেকোনো সময় করা যায়। অসুস্থ বা উদ্বিগ্ন অবস্থায়, কোনো ক্ষতির আশঙ্কায় অথবা শত্রুর হাত থেকে মুক্তির জন্য এ দোয়া বিশেষ কার্যকর। এই দোয়ায় আল্লাহর কাছে সরাসরি কিছু চাওয়া হয় না। আল্লাহই যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী। অন্য দোয়ার মতো আল্লাহর কাছে কোনো আবেদন করা হয় না। দোয়াটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোতে এই দোয়া পড়তেন।

হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে যখন অবিশ্বাসী অত্যাচারী শাসক নমরুদ আগুনে নিক্ষেপ করে, তখন তিনি পড়েন 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল'। যার ফলে আল্লাহ হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন।

এখানে আল্লাহকে ওয়াকিল বলা হয়েছে। ওয়াকিল মানে হলো অভিভাবক। মানুষ যখন আল্লাহর হাতে নিজেদের কোনো সংকটকালীন মুহূর্তে সোপর্দ করে, তখন আল্লাহ নিজেই তাদের হেফাজত করা এবং সমস্যা সমাধান করার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে সুরা তওবার ৫৯ নম্বর আয়াতে আছে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ওদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে যদি ওরা তুষ্ট হতো, তাহলে বলা হতো আর যদি বলত আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই শিগগিরই নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদের দান করবেন ও তাঁর রাসুল দান করবেন; আমরা আল্লাহরই ভক্ত। (সুরা তওবা, আয়াত: ৫৯)

আবার সুরা তওবার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলো আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি আর তিনি মহা আরশের অধিপতি।' (সুরা তওবা, আয়াত: ১২৯)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন–হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। ফলে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে পড়েছিল।

মুহাম্মদ (সা.) তখন বলেছিলেন, 'যখন লোকেরা বলেছিল, (কাফির) লোকেরা তোমাদের মোকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে। ফলে তোমরা তাদের ভয় করো। কিন্তু এ কথা তাদের ইমান বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল–হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।' সাহাবিরা এই দোয়া আমল করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময়। যখন সাহাবিরা জানতে পারলেন ১০ হাজার সেনা এসে মদিনা শহরকে ঘেরাও করতে যাচ্ছে, তখনো তাঁরা আল্লাহর কাছে এই বলে সাহায্য কামনা করেছিলেন–হাসবুনাল্লাহি ওয়া নিমাল ওয়াকিল। (বুখারি: ৪৫৬৩-৪৫৬৪)

তিরমিজি শরিফে একটি হাদিস আছে। হাদিসটি যে পরিচ্ছেদে আছে, তার নাম হলো, 'বিপদে আপনি যা করবেন।' অর্থাৎ বিপদে পড়া অথবা বিপদের আশঙ্কা থাকে, তখন করণীয় কী? হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কেমন করে হাসিখুশি থাকব, অথচ শিঙাওয়ালা (ইসরাফিল ফুৎকার দেওয়ার জন্য) শিঙা মুখে ধরে আছেন। আর তিনি কান লাগিয়ে আছেন যে তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ করা হবে এবং তিনি ফুৎকার দেবেন।' এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এমনটি দেখে মহানবী (সা.) তাঁদের বললেন, 'তোমরা বলো, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল।' অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক। (তিরমিজি: ২৪৩১, ৩২৪৩

ইন্টারের মাঠে অ্যাটলেটিকোর হার

আপনজন ডেস্ক: টানা দুই হারের ধাক্কা সামলে লা লিগায় লাস পালমাসের বিপক্ষে জয়ে ফেরে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। তবে ছন্দ ধরে রাখতে পারলো না লস রোজিল্লাঙ্কোরা। চ্যাম্পিয়নস লীগে পরের ম্যাচে হারলো ইন্টার মিলানের কাছে। মঙ্গলবার রাতে সান সিরোয় শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ১-০ গোলে পরাস্ত হয় অ্যাটলেটিকো।
আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের ম্যাচে ৭৯তম মিনিটে এগিয়ে যায় ইন্টার মিলান। রেইনিলদো এবং রদ্রিগো ডি পলের ভুল বোঝাবুঝিতে বল পেয়ে যান মার্কো অরনোতোভিচ। গোলরক্ষককে একা পাওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইন্টারকে এগিয়ে নেন এই অস্ট্রিয়ান ফরোয়ার্ড। আগামী ১৩ই মার্চ সিভিতাস মেট্রোপলিতান স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নস লীগ শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে ইন্টার মিলানকে আতিথ্য দেবে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।
রাতের অন্য ম্যাচে বুরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে ১-১ গোলে রুখে দেয় পিএসভি এন্ধোভেন।
নেদারল্যান্ডসের ফিলিপস স্টেডিয়ামে ম্যাচের ২৪তম মিনিটে ডাচ্ মিডফিল্ডার ডনইয়েল মালেনের গোলে এগিয়ে যায় ডর্টমুন্ড।
৫৬তম মিনিটে সফল স্পটকিকে পিএসভিকে সমতায় ফেরান ডাচ্ ফরোয়ার্ড লুক ডি ইয়ং। আগামী ১৩ই মার্চ দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে পিএসভিকে আতিথ্য দেবে ডর্টমুন্ড।

১২ ছক্কার ডাবল সেঞ্চুরিতে ১৪ ধাপ এগোলেন জয়সওয়াল

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেট দুনিয়ায় যশস্বী জয়সওয়ালের যশ বেড়েই চলেছে। ভারতের তরুণ ব্যাটসম্যান ব্যাটকে তরবারি বানিয়েছেন টেস্ট ক্রিকেটেও। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রাজকোট টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি করার পথে বিশ্ব রেকর্ড ছোঁয়া ১২টি ছক্কা মেরেছেন ২২ বছর বয়সী ওপেনার।
সেই রাজকোট টেস্টের পারফরম্যান্সের পর আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪ ধাপ এগিয়েছেন জয়সওয়াল। টেস্ট ইতিহাসের সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে টানা দুই ম্যাচে ডাবল সেঞ্চুরি পাওয়া জয়সওয়াল ২৯ নম্বর থেকে উঠে এসেছেন ১৫ নম্বরে।
সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পথে ভারত রাজকোট টেস্টটা জিতেছে ৪৩৪ রানে।
অবশ্য জয়সওয়াল নন, সেই ম্যাচে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের কারণে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। প্রথম ইনিংসে ১১২ রান করা জাদেজা ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। সেঞ্চুরির সৌজন্যে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪১ থেকে ৩৪ নম্বরে উঠে আসা জাদেজা বোলিংয়েও তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ছয়ে।
অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে আগে থেকেই শীর্ষে থাকা জাদেজা নিজের অবস্থান আরও পোক্ত করেছেন। ৫৩টি রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে তাঁর।

৪৬৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে থাকা সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিনের চেয়ে ৩৯ পয়েন্টে এগিয়ে জাদেজা। কদিন আগে মোহাম্মদ নবীর কাছে ওয়ানডে অলরাউন্ডারের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান হারানো বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান টেস্টে আছেন তিনে।
রাজকোটে সেঞ্চুরি পাওয়া ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও ১ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ১২ নম্বরে।
সেঞ্চুরি থেকে ৯ রান দূরে আউট হয়ে যাওয়া শুবমান গিল ৩ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ৩৫-এ। ভারতের দুই অভিষিক্ত ব্যাটসম্যান সরফরাজ আহমেদ ও ধ্রুব জুরেল র‍্যাঙ্কিং ক্যারিয়ার শুরু করেছেন ৭৫ ও ১০০ নম্বরে থেকে।
রাজকোটে 'বাজবলে' ১৫৩ রান করা ইংলিশ ব্যাটসম্যান বেন ডাকেট ১২ ধাপ এগিয়ে ১৩ নম্বরে উঠেছেন। সর্বশেষ সাত টেস্টে সাতটি সেঞ্চুরি পাওয়া নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন আছেন আগের মতোই এক নম্বরে।
বোলিংয়ে বড় ঘটনা বলতে অশ্বিনের দুইয়ে ওঠা। অসুস্থ মায়ের পাশে থাকতে ম্যাচ চলাকালে বাড়ি চলে গেলেও পরে ফিরে এসেছিলেন ভারতীয় অফ স্পিনার। যাওয়ার আগে ১ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেট নেওয়া অশ্বিন ফিরে এসে নেন আরও ১টি উইকেট। কাগিসো রাবাদাকে পেছনে ফেলে তিনি দুইয়ে। র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই শীর্ষে অশ্বিনের সতীর্থ যশপ্রীত বুমরা।
অভিষেক টেস্ট ৯ উইকেট পাওয়া নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার উইলিয়াম ও'রুর্ক ক্যারিয়ার শুরু করেছেন র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬১ নম্বরে থেকে।

টি-টোয়েন্টি: শেষ বলে চার মেরে অস্ট্রেলিয়াকে জেতালেন ডেভিড

আপনজন ডেস্ক: শেষ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ১৬ রান। কিন্তু টিম সাউদির প্রথম ৩ বল থেকে মিচেল মার্শ, টিম ডেভিডরা তুলতে পারলেন মাত্র ৩ রান, সঙ্গে ওয়াইড থেকে ১। শেষ ৩ বলে সমীকরণটা দাঁড়ায় ১২ রানের। চতুর্থ বলে ছয়, পঞ্চম বলে ডাবলস আর শেষ বলে চার মেরে সেই সমীকরণটা মিলিয়েই ফেললেন ডেভিড।
ডানহাতি এ ব্যাটসম্যানের ১০ বলে ৩১ রানের ঝোড়ো ইনিংসের সুবাদে নিউজিল্যান্ডকে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ডেভিডের সঙ্গে ৪৪ বলে ৭২ রানে অপরাজিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মার্শ।
ওয়েলিংটনের স্কাই স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে কিউইরা তুলেছিল ২১৫ রান। যে রান তাড়ায় শেষ দুই ওভারে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ৩৫ রান। অ্যাডাম মিলনে প্রথম তিন বলে মাত্র ৩ রান দিয়ে চাপে ফেলে দেন ডেভিড-মার্শকে। তবে শেষ ৩ বলে ডেভিড একটি চার ও দুটি ছয় মেরে শেষ ওভারের প্রয়োজন ১৬ রানে নামিয়ে আনেন।
নিউজিল্যান্ডকে হতাশায় ডুবিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের উল্লাস
নিউজিল্যান্ডকে হতাশায় ডুবিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের উল্লাসএএফপি
পরের ওভারে সাউদির প্রথম ৩ বলেও বাউন্ডারি হয়নি। কিন্তু পরের ৩ বলে দরকারি রান ঠিকই তুলে নেন সিঙ্গাপুরে জন্ম নেওয়া ডেভিড। ম্যাচসেরার স্বীকৃতিটা উঠেছে অবশ্য মার্শের হাতে। তিনে নামা অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ৭টি ছয় আর ২টি চারে খেলেন ৭২ রানের ইনিংস।
এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নামা নিউজিল্যান্ড দুই শর বেশি রানের সংগ্রহ গড়ে ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্রর সৌজন্যে। কনওয়ে ৪৬ বলে আর রবীন্দ্র ৩৫ বলে খেলেন ৬৮ রানের ইনিংস। তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শুক্রবার অকল্যান্ডে।
নিউজিল্যান্ডের হয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ১১৩ রানের জুটি গড়েন ডেভন কনওয়ে-রাচিন রবীন্দ্র
নিউজিল্যান্ডের হয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ১১৩ রানের জুটি গড়েন ডেভন কনওয়ে-রাচিন রবীন্দ্রএএফপি
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নিউজিল্যান্ড: ২০ ওভারে ২১৫/৩ (অ্যালেন ৩২, কনওয়ে ৬৩, রবীন্দ্র ৬৮, ফিলিপস ১৯*, চ্যাপম্যান ১৮*; স্টার্ক ৪-০-৩৯-১, হ্যাজলউড ৪-০-৩৬-০, ম্যাক্সওয়েল ২-০-৩২-০, কামিন্স ৪-০-৪৩-১, মার্শ ৩-০-২১-১)।
অস্ট্রেলিয়া: ২০ ওভারে ২১৬/৪ (হেড ২৪, ওয়ার্নার ৩২, মার্শ ৭২*, ম্যাক্সওয়েল ২৫, ইংলিস ২০, ডেভিড ৩১*; সাউদি ৪-০-৫২-০, মিলনে ৪-০-৫৩-১, ফার্গুসন ৪-০-২৩-১, স্যান্টনার ৪-০-৪২-২, সোধি ৪-০-৪২-০)।
ফল: অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: মিচেল মার্শ।

মৌসুম শেষেই টুখেলের বিদায়, জানাল বায়ার্ন

আপনজন ডেস্ক: বুন্দেসলিগায় এ মৌসুমে একেবারেই অচেনা লাগছে বায়ার্ন মিনিখকে। যে প্রতিযোগিতায় তারা সর্বশেষ ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন, সেখানেই এই মৌসুমে এখন বায়ার্ন শীর্ষে থাকা লেভারকুসেনের চেয়ে ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে। এর মধ্যে আবার সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ তিনটি ম্যাচেই হেরেছে বায়ার্ন। এর পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, চাকরি চলে যেতে পারে বায়ার্ন মিউনিখ কোচ টমাস টুখেলের।
সেই গুঞ্জনই এবার সত্যি হলো। টুখেলকে ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে বায়ার্ন। তবে এখনই নয়, টুখেল ক্লাব ছাড়বেন মৌসুম শেষে। আজ এক বিবৃতিতে মৌসুম শেষে টুখেলের বিদায়ের খবর নিশ্চিত করেছে বায়ার্ন।
আজ এক বিবৃতিতে বায়ার্ন জানিয়েছে, 'এফসি বায়ার্ন মিউনিখ ও প্রধান কোচ টমাস টুখেল যৌথভাবে দাপ্তরিক সম্পর্ক শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা মূলত ২০২৫ সালের ৩০ জুন শেষ হওয়ার কথা ছিল। এখন সেটি ২০২৪ সালের ৩০ জুন শেষ হবে। ক্লাবের প্রধান নির্বাহী ইয়ান ক্রিস্টিয়ান ড্রেসেন ও টুখেলের গঠনমূলক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'
লিগে ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বায়ার্ন চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে লাৎসিওর কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে। জার্মান কাপ থেকেও ছিটকে পড়েছে জার্মানির সবচেয়ে সফল ক্লাবটি।
এর আগে জানুয়ারির শেষ দিকে জার্মান সংবাদমাধ্যম বিল্ড জানিয়েছিল, বায়ার্নের কর্তাব্যক্তিরা টুখেলের পারফরম্যান্স নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নন। যে কারণে চাকরি নিয়ে শঙ্কায় আছেন এ কোচ। এই খবর সামনে আসার পর নিজের ভাগ্য বদলানোর জন্য বিশেষ কিছু করতে পারেননি টুখেল।
স্কাই স্পোর্টস জানিয়েছে, আগামী মৌসুমে নতুন কোচ হিসেবে সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ ওলে গুনার সুলশার কিংবা সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জিনেদিন জিদানকে আনার কথা ভাবছে বায়ার্ন।

ভারত-ইংল্যান্ড চতুর্থ টেস্ট বাতিলে সন্ত্রাসী হামলার হুমকি

আপনজন ডেস্ক: রাঁচিতে শুক্রবার থেকে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। ম্যাচটা বাতিল করতে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা ভারতের সরকার ঘোষিত সন্ত্রাসীর তালিকায় থাকা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের বিরুদ্ধে। ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, এ অভিযোগে ঝাড়খন্ড পুলিশ গুরপতবন্ত সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর (ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট) রজ্জু করেছে।
২০২০ সালের জুলাইয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুরপতবন্তকে সন্ত্রাসী ঘোষণা করে এবং ইন্টারপোলের লাল তালিকাভুক্ত দুষ্কৃতকারীদের তালিকায় রাখার অনুরোধ করেছিল। অফিশিয়ালরা জানিয়েছেন, গুরপতবন্ত সিং একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে নিষিদ্ধ সিপিআইকে (মাওবাদী) অনুরোধ করেছেন চতুর্থ টেস্টে যেন বিঘ্ন ঘটানো হয়। ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচির জেএসসিএ স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। রাঁচির উপকণ্ঠে অবস্থিত হাতিয়া শহর পুলিশের ডিএসপি পিকে মিশ্র সংবাদকর্মীদের বলেন, 'রাঁচিতে ম্যাচ বাতিল করতে ইংল্যান্ড ও ভারতের দলকে হুমকি দিয়েছেন গুরপতবন্ত সিং। তিনি এর পাশাপাশি সিপিআইকে (মাওবাদী) অনুরোধ করেছেন, ম্যাচ বাতিল করতে যেন বিঘ্ন ঘটানো হয়। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের অধীন ধুরওয়া থানায় তার বিরুদ্ধে এফআইআর গঠন করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।'
তিনি আরও জানিয়েছেন, চতুর্থ টেস্ট ঘিরে নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। রাঁচি পুলিশের এসএসপি চন্দন কুমার সিনহা জানিয়েছেন, নিরাপত্তা নিশ্চিতে চতুর্থ টেস্টে প্রায় ১ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হবে। ভারতের আরেকটি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ভিডিওতে একটি পুরুষ কণ্ঠ নিজেকে গুরপতবন্ত সিং পান্নুন বলে দাবি করেন। মাওবাদীদের কমান্ডার রবীন্দ্র গানঝুকে তিনি ম্যাচের দিন মাঠে বিশৃঙ্খলা তৈরির অনুরোধ করেন। ঝাড়খন্ডে ভারত সরকার কর্তৃক আদিবাসীদের জমি দখল এবং পাঞ্জাবে কৃষকদের জমি দখলের প্রতিবাদে মাঠে মাওবাদী ও খালিস্তানের পতাকা উত্তোলনের কথা বলেন। ভিডিওতে যিনি এসব কথা বলেছেন, তিনি ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসকেও বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। গুরপতবন্ত সিং পান্নুন ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিখ। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নাগরিক। 'শিখস ফর জাস্টিস' নামের এক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতে এই সংগঠন নিষিদ্ধ। তিনি এ সংগঠনের মাধ্যমে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র খালিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সোচ্চার। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশে থেকে প্রচার চালান।

ইসলামপুর নশিপুর প্রিমিয়ার লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ● ইসলামপুর

আপনজন ডেস্ক: ইসলামপুরের জনসাধারণের উদ্যোগে ৯ ফেব্রুয়ারি নশিপুর ফুটবল মাঠে শুরু হয়েছে 'ইসলামপুর নশিপুর প্রিমিয়ার লিগ' নামে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।এলাকার চারটি দল এই লিগে যোগদান করেছে।আজকের খেলায় SUN Diagnostic centre কে 5 উইকেটে হারিয়ে প্রথম দল হিসাবে ফাইনালে উঠছে J S Interior & My Chhota school.J S Interior & My Chhota school এর টিম মালিক নজিব শেখ সকল খেলোয়াড়কে ও অধিনায়ক সানুয়ার হোসেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
ইসলামপুর নশিপুর প্রিমিয়ার লিগকে ঘিরে উদ্দীপনা জনগণের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে খেলাধুলার গভীর প্রভাবকে তুলে ধরে। ক্রিকেট মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে, এই ইভেন্টটি খেলাধুলার শক্তির প্রমাণ হিসাবে কাজ করে যাতে মানুষকে একত্রিত করা যায় এবং একটি আত্মীয়তার অনুভূতি জাগানো যায়।টুর্নামেন্টের অগ্রগতির সাথে সাথে, সকলের চোখ থাকবে নশিপুর ফুটবল মাঠে, যেখানে স্বপ্ন তৈরি হবে, এবং চ্যাম্পিয়ন হবে, ইসলামপুরের ক্রীড়া ইতিহাসে একটি ছাপ রেখে যাবে।

আবার ছয় বলে ছয় ছক্কার রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: আবার ছয় বলে ছয় ছক্কা মারার ঘটনা ঘটেছে। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের ব্যাটার ভামসি কৃষ্ণা দেশটির কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফিতে আজ রেলওয়ের স্পিনার দামানদীপ সিংয়ের বিপক্ষে এই রেকর্ড গড়েন।
পরিংখ্যান অনুযায়ী পেশাদার ক্রিকেট এ নিয়ে ১১ বার দেখল এক ওভারে ছয়টি ছয় মারার ঘটনা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এমন ঘটনা আছে চারটি।
এর বাইরে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে এর আগে ছয়জন এক ওভারের সবগুলো বল বাউন্ডারি ছাড়া করেছেন। এবার সেই সংখ্যা দাঁড়াল সাতজনে।
বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া 'বিসিসিআই ডোমেস্টিক' নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের ঘরোয়া ক্রিকেটের খবর জানায়। সেখানে আজ এক বিবৃতিতে তারা লিখেছে, 'এক ওভারে ছয় ছক্কার অ্যালার্ট! কাড়াপাতে কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফির ম্যাচে অন্ধ্র-র ভামসি কৃষ্ণা তার ৬৪ বলে ১১০ রানের ইনিংসের পথে রেলওয়েজের স্পিনার দামানদীপ সিংয়ের এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন!'

টি-টোয়েন্টির ১০ হাজারে গেইলকে টপকে দ্রুততম বাবর

আপনজন ডেস্ক: ক্রিস গেইলকে টপকে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ১০ হাজার রানের রেকর্ড গড়েছেন বাবর আজম। পিএসএলে আজ করাচি কিংসের বিপক্ষে ৫১ বলে ৭২ রানের ইনিংস খেলার পথে এ মাইলফলকে পৌঁছান পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক।
সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ১৩তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১০ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন বাবর। এ ক্ষেত্রে শোয়েব মালিকের পর দ্বিতীয় পাকিস্তানি তিনি।
২০১২ সালে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি কাপে লাহোরের হয়ে ফয়সালাবাদের বিপক্ষে এ সংস্করণে অভিষেক হয়েছিল বাবরের। প্রথম ম্যাচে অবশ্য ব্যাটিংয়ের সুযোগই পাননি। ২৭১তম ইনিংসে এসে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। গেইলের লেগেছিল ২৮৫ ইনিংস। সময়ের হিসাবেও বাবরই দ্রুততম। তাঁর লেগেছে ১১ বছর ৮২ দিন। দুইয়ে থাকা গেইলের লেগেছিল ১১ বছর ২১৫ দিন। টি-টোয়েন্টিতে ১০ হাজার রান ছুঁতে আজ বাবরের দরকার ছিল মাত্র ৬ রান। দ্বিতীয় ওভারে মির হামজার বলে ২ রান নিয়ে মাইলফলক পূর্ণ করেন পেশোয়ার জালমির হয়ে ইনিংস ওপেন করতে আসা বাবর।
পিএসএলের প্রথম ২ ম্যাচেই ফিফটির দেখা পেলেন তিনি। যদিও আগের ম্যাচে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরসের সঙ্গে ৪২ বলে ৬৮ রানের পর আজকের ইনিংসটিও বৃথা গেছে তাঁর। পেশোয়ার হেরেছে দুটি ম্যাচই। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ১২৮.৯০ স্ট্রাইক রেট ও ৪৩.৯৫ গড়ে ব্যাটিং করেছেন বাবর।

চোটকে সঙ্গী করেই চার মাস পর নিজ ক্লাব আল হিলালে ফিরেছেন নেইমার। সৌদি আরবে গিয়ে আবারও আরব্য সংস্কৃতিতে মজেছেন তিনি। আরবের পোশাক পরা ছবিটি পোস্ট করে আরবিতেই ক্যাপশন লিখেছেন ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড, 'হাব্বুন ওয়া সালামুন'—যার অর্থ 'ভালোবাসা ও শান্তি'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque